ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-150 ■ 8 March, 2025 ■ আগরতলা ৮ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনঔষধি দিবসে

সুস্থ ও ফিট ইন্ডিয়া গড়ে উঠবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি / আগরতলা, ০৭ মার্চ ঃ জন ঔষধি দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকল নাগরিককে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন সুলভ মূল্যের ওষুধ দেওয়ার যে অঙ্গীকার তাঁর সরকার নিয়েছে, তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মানুষকে সুলভে উচ্চ গুণমানের ওষুধ সরবরাহের যে অঙ্গীকার আমরা নিয়েছি, #JanAushadhiDiwas তারই প্রতিফলন। এর মাধ্যমেই সুস্থ ও ফিট ইন্ডিয়া গড়ে উঠবে"।
প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্প "আচ্ছি ভি, সস্তি ভি" মন্ত্রে স্বাস্থ্যসেবাকে বদলে দিয়েছে। শুক্রবার, ৭ মার্চ জন ঔষধি দিবস। এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশে দিনটি পালন করা হয়। সঠিক গুণমানের জেনেরিক ওষুধ ন্যায্য মূল্যে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা চালু হয় ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে।
এদিকে, এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা "আচ্ছি ভি, সস্তি ভি" মন্ত্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে রূপান্তরিত করেছে, সকলের জন্য উচ্চমানের, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ নিশ্চিত করেছে। এর ফলে ৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। নাড্ডা আরও বলেন, ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে, মরিশাসে প্রথম জন ঔষধি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আমরা ২০২৭ সালের মধ্যে ২৫,০০০ জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। সবাইকে জন ঔষধি কেন্দ্রের যাওয়ার অনুরোধ করেছেন নাড্ডা।
অন্যদিকে, জন ঔষধি দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আইজিএম হাসপাতালের জেনেরিক ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন আজ।

শুক্রবার আইজিএম হাসপাতালের জেনেরিক ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

জনঔষধি দিবসে জনঔষধি ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার সংঘটিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আইজিএম হাসপাতালের জনঔষধি কেন্দ্রে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, সদস্য সচিব, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সমিতি সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।
এদিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সমিতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। জন ঔষধি ব্যবস্থাকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন যেন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শনকালে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, দেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে

সরকারের লক্ষ্য ডিজিটাল পঞ্চায়েত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে।
পঞ্চায়েতস্তরে উল্লেখযোগ্য কাজের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ত্রিপুরা ৭টি জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ পুরস্কার পেয়েছে। রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশ হচ্ছে বলেই দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েতের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত জাতীয়স্তরের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আজ গ্রামোন্নোয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ও রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মধ্যে কম্পিউটার প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে বর্তমান ডিজিটাল যুগে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে "ডিজিটাল পঞ্চায়েত, শক্তিশালী পঞ্চায়েত" গঠন করা। অর্থনৈতিক লেনদেন, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজগুলি সহজ উপায়ে করার জন্য সরকার ই-গভর্ন্যান্সের উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার শ্লোগানকে শক্তিশালী রূপ দিতে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতকে ই-অফিস ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতে পি এফ এম এস ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন করা হচ্ছে। স্বচ্ছ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসাবে পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনা অনলাইন পোর্টালেও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে সারা দেশের কাছে ত্রিপুরা আজ রোল মডেল হয়ে উঠেছে।
মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশনায় দেশের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবধর্মী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে জন পরিকল্পনা কর্মসূচি বা পিপল প্ল্যান ক্যাম্পেইন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য

এডিসির অধিবেশনে ১৮৪০ কোটি ৬৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকার বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আজ স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশনে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য ১৮৪০ কোটি ৬৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়। সভায় বিস্তৃত আলোচনার জন্য পেশ করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া।
১৮৪০ কোটি ৬৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকার মধ্যে মার্কেট লাইসেন্স ফি এবং অন্যান্য রাজস্ব খাতে ২৫০.৭২ লক্ষ টাকা, আয়ের টাকা, ১১৫৮.৪৫ লক্ষ টাকা, পরিকল্পনা (রাজস্ব) খাতে ১০৪৭৭২.৭৬ লক্ষ টাকা, শেয়ার অব ট্যাক্স (রাজস্ব) খাতে ৪০৩৮৯.৯২ লক্ষ টাকা, ট্রান্সফার খাতে ২৬৪৫০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬তম অর্থ কমিশন গ্রান্ট খাতে ১১০৪৩.২৬ লক্ষ টাকা"।
এই বাজেট পেশ করে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া জানান, এডিসি এলাকার উন্নয়নের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা, গ্রামীণ এলাকার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করা ইত্যাদি। এছাড়া খেলাধূলার মানোন্নয়নের জন্য স্পোর্টস স্কুল খোলা সহ কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে ধরা হয়েছে বলে জানান মুখ্যনির্বাহী সদস্য।

জাপানের সংস্থার সাথে টিটিএএডিসি মৌ স্বাক্ষর ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। জনজাতি নাসিং পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে আজ জাপানের একটি সংস্থার সাথে টিটিএএডিসি মৌ স্বাক্ষর করেছে। তাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাসিং পড়ুয়ারা জাপানের চাকরি পেতে পারেন। মূলত, রাজ্যের বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে প্রত্যার্পন

রানার আর্জি খারিজ মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি.স.)।। ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর রানা। কিন্তু, রানার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৫ জানুয়ারি ২৬/১১ হামলার অন্যতম চক্রী রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিয়েছিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে আমেরিকার জেলে সে বন্দি রয়েছে। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলায় তার যোগ পেয়েছিলেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। এর পর থেকেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী রানাকে ভারতে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু হয়।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। প্রথমে আইনি প্রক্রিয়ার কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছিল। প্রথমে নিম্ন আদালতে, তার পরে ওয়াশিংটনের প্রাদেশিক আদালতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আবেদন করে রানা। কোথাও সুরাহা হয়নি। সান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পরীক্ষা

দিনক্ষন পরিবর্তনের দাবি এনএসইউআই'র পুনর্বিবেচনা করা হবে ঃ এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন এর দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। আসন্ন পরীক্ষার জন্য সেমিস্টার পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করার জন্য দাবি জানিয়েছে যুব কংগ্রেস।
অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে, বর্তমান সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। স্নাতকোত্তর মিশনের জন্য কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিডিপি/টিওএন অড সেমিস্টার পরীক্ষার মধ্যে পরীক্ষার তারিখগুলিকে পরিবর্তন করার দাবি জানানো হয়েছে। পরীক্ষাগুলি ১৩ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল, এর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজোড় সেমিস্টার পরীক্ষাগুলিও একই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য আবেদন করছে এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করছে। এই অবস্থায় দিনক্ষণ পরিবর্তনের দাবি উঠেছে।
এদিকে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণ পুনর্বিবেচনা করা হবে। কথা দিয়েছেন পরীক্ষা নির্ণায়ক, এমনটাই জানিয়েছেন এবিভিপি রাজ্য নেতৃত্ব।
সম্প্রতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ এই পরীক্ষার দিনক্ষণ সরাসরি সংঘর্ষ ঘটিয়েছে সিইউইটি পিজি ২০২৫ (১৩ই মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল) পরীক্ষার সঙ্গে, যা স্নাতকোত্তরে ভর্তির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। শিক্ষার্থীদের সামনে এক কঠিন পরিস্থিতি-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পরীক্ষা দেবে, নাকি উচ্চশিক্ষার সুযোগের জন্য লড়বে।
শুধু এই একটি সমস্যা নয়, আরেকটি বড় প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিয়মিত পরীক্ষার পাশাপাশি যারা ব্যাক পরীক্ষার জন্য বসবে, তাদের ক্ষেত্রেও এক ভয়ংকর বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। একদিনে দুটি পরীক্ষা-এটি কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। যারা আগের সেমিস্টারে কোনো কারণে ব্যাক পেয়েছে, তাদের কি নতুন করে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হবে না? এই অযৌক্তিক পরীক্ষার রুটিন শিক্ষার্থীদের জন্য চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আজ এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশ ও এবিভিপি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের এক প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রীয় সহ-সংযোজিকা কুমারী স্বাতী চিন্তালা ও ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাসের নেতৃত্বে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর চিন্ময় রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তারা এই সমস্যা তুলে ধরে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে শিক্ষার্থীদের এই দুর্ভোগ বন্ধ করতেই হবে।
এবিভিপি-র দাবির পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছেন যে পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্বিবেচনা করা হবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে কেউ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আজ উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্স / ফিলোসফি এবং মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের ফিলোসফি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলো ৩৯৮৮ জন। তারমধ্যে ছাত্র ১,৮৩১ জন ও ছাত্রী ২,১৫৭ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষা বসেছিলেন ৩,৯৪৫ জন। তারমধ্যে ছাত্র ১,৮১৫ জন এবং ছাত্রী ২,১৩০ জন। মোট অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রী ৪৩ জন। পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ৯৮.৩২ শতাংশ। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী আজ পটুনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিজয়কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের ওল্ড মায়াছড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির জরাজীর্ণ অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ মার্চ।। কমলপুর সিডিপিও দপ্তরের অধীন বর্তমান কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডে ওল্ড মায়াছড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের

দ্রুত সংস্কারের দাবি

দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে কেন্দ্রের শিশুরা। এমনটাই আশঙ্কা করছেন অভিভাবক মহল।
বিগত ৫ বছর যাবত বিপদজ্জনক অবস্থায় আছে কেন্দ্রটি। দপ্তরের কাছে লিখিতভাবে নতুন দালানঘর নির্মাণের আবেদন জমা পড়লেও আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেই। বর্তমানে জরাজীর্ন দালানঘরে ছোট ছোট শিশুরা লেখাপড়া ও খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছে।
যেকোন দিন ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে গিয়ে দেখা গেছে দালান ঘরে বিস্তর ফাটল। বৃষ্টির দিনে টিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে মেঝেতে গড়ায়।
শিশুরা বসতে পারে না, খাবার খেতে পারে না।
রান্না ঘরের টিনের ছাউনি উবে গেছে। বৃষ্টির জল পড়ে নষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। যার দরুন যেখানে দিদিমনি ও শিশুরা বসে সেখানে রান্না হয়। ফলে শিক্ষার পরিবেশ প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হচ্ছে।
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দালান ঘরের টিনের ছাউনি, সিলিং পচে ঝরে পড়ার কারনে প্রতিনিয়ত বানরের দল এসে হানা দিয়ে শিশুদের ব্যবহৃত পুস্তক, খেলনার সামগ্রী সহ চাল, ডাল সব কিছু খেয়ে ফেলে তছনছ করে দিয়ে যায়।
বানরের ভয়ে তটস্থ দিদিমনিরা চাল, ডাল ড্রামে ঢুকিয়ে ঢেকে ৪/৫ টি ইট চাপা দিয়ে যান। এরপরও বানরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দায়।
এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে রয়েছে পানীয় জলের অভাব।
কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে টিউবয়েল দীর্ঘ বছর যাবত বিকল হয়ে সাক্ষী গোপালের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। জানা যায়, নির্মাণের কয়েক দিন পর থেকে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এটি।
এবিষয় নিয়ে কমলপুর সিডিপিও অফিসে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সেখানেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

উন্মত্ত সারমেয়র কামড়ে গুরুতর আহত প্রায় ১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। উন্মত্ত সারমেয় --- এর তাণ্ডবে দিশেহারা বিলোনিয়াবাসী। আজ বিলোনিয়া শহরের এক নং টিলা সংলগ্ন এলাকায় প্রায় সতেরো জনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বাড়ির মালিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। রহস্যময় আগুনে অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যু হয়েছে বাড়ির মালিকের। ওই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একটি বসত ঘর। ওই ঘটনায় সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন তামশাবাড়ি উত্তর পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
প্রসঙ্গত, শেষ রাতে লাগা রহস্যময় আগুনে পুড়ে ছাই সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এক বাড়ির একটি ঘর। রাত প্রায় ৩ টায় আগুন লাগে মুস্তাফা কামালের বাড়ির একটি ঘরে। ঘরটির একপাশে বাড়ির রান্নাবান্নার কাজ চলতো অপর পাশে ঘুমিয়েছিলেন বাড়ির মালিক মুস্তাফা। আগুনের লেলিহান শিখা গোটা ঘরটিকে গ্রাস করে ফেলায় ঘরের ভেতরই মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তি পেশায় পাকশী। মানুষের বাড়ি-ঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রান্নার কাজ করতেন।
মৃতের স্ত্রী রেহেনা বেগম জানিয়েছেন, তার একমাত্র ছেলে বিক্রম আলী চেন্নাইয়ে কর্মরত। গত রাতে ছেলে বৌ ও ৩ বছরের নাতনিকে নিয়ে বাড়ির অন্যঘরে ঘুমিয়েছিলেন। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ স্বামীর চিৎকার শুনতে পান। উঠে দেখেন পরিস্থিতি ভয়াবহ। বাড়িতে অন্য কোন পুরুষ লোক না থাকায় স্বামীকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দমলককর্মীরা এসে পরবর্তী সময় আগুন নিভালে দেখতে পান ঘরেই পরে আছে মুস্তাফা কামালের দগ্ধ দেহ।এদিকে, আজ সকালে ঘটনার খবর পেয়ে বহু মানুষ ছুটে গিয়েছেন বাড়িটিতে।
মৃত মুস্তাফা কামালের ছেলে বৌ জানিয়েছেন, গত ৩ তারিখ রাত প্রায় ১০ টায় প্রতিবেশী সুমন মিয়া নামের এক যুবক তার ঘরের খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। ওই যুবক ওই এলাকায় বখাটে বলে পরিচিত। ঘটনাটের পেয়ে সে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে পাশের ঘর থেকে শশুর শাশুড়ি ও প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়েছেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মারধর করা হয়। এই রেশ ধরে গতকাল রাতের এই ঘটনা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি সামনে এনে থানায় মামলা দায়ের করবে মৃতের পরিবার বলে জানান তিনি।

টিএমসি দুর্নীতি কান্ড

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ বামপন্থী যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। টিএমসি দুর্নীতি কান্ডের তদন্তে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমেছে এসএফআই ও টিএসইউ বাম যুব সংগঠন। সংগঠনের দাবি, অনতিবিলম্বে অর্থ কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এস.এফ.আই -এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়সড় দুর্নীতি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের এক শিক্ষিকা বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ওই কলেজে অকৃতকার্য হওয়ায় ছাত্র ছাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে পাস করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
এ ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাই

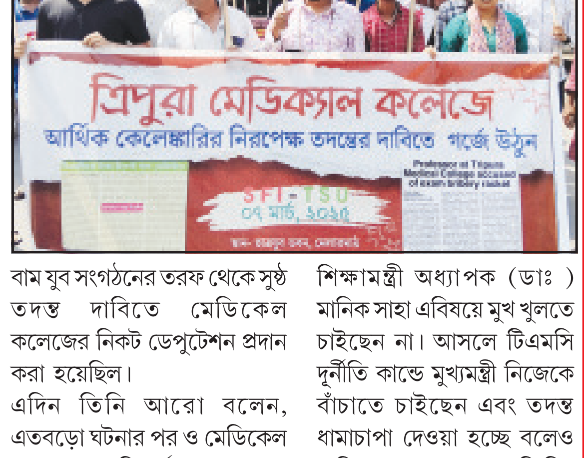

বাম যুব সংগঠনের তরফ থেকে সুষ্ঠ তদন্ত দাবিতে মেডিকেল কলেজের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল।
এদিন তিনি আরো বলেন, এতবড়ো ঘটনার পর ও মেডিকেল কলেজের অধিকর্তা তরফ থেকে কোনো কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয় নি।
আশ্চর্যের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা এবিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। আসলে টিএমসি দুর্নীতি কান্ডে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন এবং তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এরই প্রতিবাদে আজ বামপন্থী যুব সংগঠন রাস্তায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

নিখোঁজ শ্রমিকের জলে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। গোমতী নদীতে নিখোঁজ শ্রমিকের জলে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে নতুনবাজার থানার অন্তর্গত গুদারাঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত বুধবারে সকালে মুখ ধুতে গোমতী নদীর পারে গিয়েছিলেন বহি:রাজ্যের শ্রমিক মনোজ স্বর্ণকার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়ি ফিরে আসেন নি তিনি। তারপর থেকে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে তার হদিস পাওয়া যায়নি। পরের দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৮ মার্চ, ২০২৫ইং
২৩ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসা খরচ সমান হোক

দেশের সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। সরকারি হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সরকার। কোন মানুষের যাতে চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেজন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বীমা প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে জনগণকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগিরা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ত্রিপুরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত কিছু হাসপাতালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। জনগণ যেকোনো জনকল্যাণকামী সরকারের কাছে এই ধরনের পরিষেবা প্রত্যাশা করিতে পারেন। সরকারও সাধ্যমত পরিষেবা প্রদানের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এত প্রশ্ন দেখা দিয়াছে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিতে হইলে কি পরিমান টাকা খরচ করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন তালিকা নাই। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্জি মাফিক ফ্রি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষ করিয়া আয়ুষ্মান প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হইয়াছে। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরেও আসিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশের সর্বত্র হাসপাতাল গুলিতে একেই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে কোন রাজ্যে যেকোনো হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিলে রোগী ও তার পরিবার যাহাতে একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরকে নিশ্চিত করিতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করায় দেশের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি হাসপাতালে একেই রোগের চিকিৎসা একই রকম অর্থাৎ সমপরিমাণ রক্তের বিনিময়ে পরিবার সুযোগ সম্প্রসারিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশের ফলে গোটা দেশে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমার পথ সুগম হইল। কেন্দ্রেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভবিষ্যতে দেশের সব হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ সমান করিতে হইবে বলিয়া জানাইয়াছে আদালত। গুরুত্বের সঙ্গে আগামী ছয় সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলিয়াছে শীর্ষ আদালত।বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ আলাদা। এর ফলে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবা চালু করা কঠিন হইতেছে। এই বিষয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জনস্বার্থ মামলা করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি চলাকালীন দুই সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিবকে নির্দেশ দিয়াছি, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনিবে কেন্দ্র।

হারের ধাক্কা, আবার স্টোকসকেই অধিনায়ক করতে চায় ইংল্যান্ড

এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বেন স্টোকস। টেস্ট ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লাল বলের অধিনায়ক। পরে যদিও এক দিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে তিনি আবার দলে ফিরেছিলেন। সেই স্টোকসকে এ বার সাদা বলের ক্রিকেটেও অধিনায়ক করতে চায় ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি চাইছেন লাল বলের সঙ্গে সাদা বলেও দেশকে নেতৃত্ব দিন স্টোকস। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন জস বাটলার। তার পরেই নতুন অধিনায়ক খোঁজে ইংল্যান্ড। ২০১৯ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। ২০২২ সালে জিতেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই দল এখন সাদা বলের ক্রিকেটে ছন্দহীন। এই বছর ১১টি ম্যাচের মধ্যে ১০টিতেই হেরে গিয়েছে ইংল্যান্ড। দলকে ফর্মে ফেরাতে স্টোকসের হাতে দায়িত্ব দিতে চাইছেন রব।

ইংল্যান্ড দলে হ্যারি ব্রুককে ভবিষ্যতের অধিনায়ক মনে করেন অনেকে। কিন্তু তিনি সে ভাবে রান করতে পারছেন না। তিন ধরনের ক্রিকেটে সমান ভাবে খেলতে পারছেন না। এমন একজনকে এই মুহূর্তে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছে না ইংল্যান্ড বোর্ড। সেখানে ৩৩ বছরের স্টোকস অনেক বেশি অভিজ্ঞ। এই মুহূর্তে তিনি টেস্ট দলের অধিনায়ক। সেই কারণেই তাঁকে সাদা বলের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। যদিও চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পারেননি স্টোকস।

ইংল্যান্ডের কোচ এখন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। একটা সময় তিনি শুধু টেস্ট দলের কোচ ছিলেন। এখন ইংল্যান্ডের সব ফরম্যাটেই কোচ ম্যাকালাম। যদি স্টোকসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে সব ধরনের ক্রিকেটে এক জন অধিনায়ক হবে ইংল্যান্ডের। রব বলেন, “বেন স্টোকস আমার দেখা অন্যতম সেরা অধিনায়ক। তাই ওকে বাদ রাখা বোকামি হবে। দেখা যাক কী হয়।”

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড দলে ছিলেন স্টোকস। সেই ফাইনালের পর থেকে আর দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। এক দিনের বিশ্বকাপের পর সেই ধরনের ক্রিকেটেও আর খেলেননি। এমন একজনকে অধিনায়ক করে আবার সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছে ইংল্যান্ড।

ব্রাজিল দলে ফিরলেন নেইমার

এক বছরের বেশি সময় পর ব্রাজিল জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন নেইমার। ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচের দল ঘোষণা করেছেন কোচ দরিভাল জুনিয়র। মার্চের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ম্যাচ দুটিতে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা। নেইমার এর আগে ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর এক বছরের বেশি সময় তিনি মাঠের বাইরে ছিলেন। সম্প্রতি খেলায় ফিরে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ১৮ রাউন্ডের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১২ রাউন্ডের খেলা হয়েছে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা আছে ১০ দলের মধ্যে পঞ্চম স্থানে। বিশ্বকাপে জায়গা করতে হলে এই অবস্থান ধরে রাখতে হবে সেলেসাওদের। তবে চলতি মাসে ব্রাজিলের যে দুটি ম্যাচ, তাতে দুই প্রতিপক্ষই ওপরের দিকে থাকা দল। আর্জেন্টিনা ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে, কলম্বিয়া ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটির আগে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) প্রাথমিকভাবে ৫২ জনের দল ঘোষণা করেছিল। আজ সেই দলটি থেকে ২৩ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। দলে নেইমারই বড় সংযোজন। আল-হিলালে বেশির ভাগ সময় চোটের কারণে বাইরে থাকা এই ফরোয়ার্ড সম্প্রতি ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে খেলেছেন। সান্তোসের হয়ে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলে ৩ গোলের পাশাপাশি ৩টিতে সহায়তা করেছেন, ম্যাচসেরা হয়েছেন চার ম্যাচে।ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে ১২৮ ম্যাচে রেকর্ড ৭৯ গোল করা নেইমার সব ঠিকঠাক থাকলে ২১ মার্চ কলম্বিয়া ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরবেন। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ব্রাজিলের ম্যাচ ২৬ মার্চ।ব্রাজিল স্কোয়াড: গোলকিপার: আলিসন, বেন্তো, এদেরসন ,ডিফেন্ডার: ভেনডারসন, ওয়েসলি, লিও ওরটিস, দানিলো, গ্যাব্রিয়েল মাগালহাস, মারকিনিওস, মুরিলো), গিলের্মে অ্যারানা।,

ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং এর গুরুত্ব

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

সমাজে, বহু শতাব্দী ধরে নারীদের দুর্বল লিঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই বাধা ভেঙে পুরুষদের সমান সুযোগ লাভকে নারীর ক্ষমতায়ন বলা যেতে পারে।

নারী ক্ষমতায়ন এমন একটি আন্দোলন যা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। “নারী ক্ষমতায়ন” শব্দটি কেবল উনবিংশ শতাব্দীতে অস্তিত্ব লাভ করে। ক্ষমতায়নের অর্থ “ক্ষমতা প্রকাশ করা”। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলেও, নারীদের এখনও সমান আর্থ-সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাই, ভারত সরকার এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা আমাদের সমাজে নারীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীদের তাদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ, পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সম্পদ ও সুযোগের সমান অ্যাক্সেসের অধিকার প্রদান করা। এর মধ্যে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা জড়িত যেখানে নারীরা পুরুষদের সাথে সমানভাবে সমাজ ও অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যেখানে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সহ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হল এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা যেখানে নারীরা লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের জীবনযাপনের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা পাবে।

নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব:-নারীর ক্ষমতায়ন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ সমতা:- লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য, যা একটি মৌলিক মানবাধিকার। লিঙ্গ সমতার অর্থ হল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, সুযোগ এবং সম্পদে এবং তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নও গুরুত্বপূর্ণ। যখন নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমান সুযোগ পায়, তখন তারা অর্থনীতি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে আরও ভালোভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার: সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতায়নও অপরিহার্য। নারী ও মেয়েরা প্রায়শই কেবল তাদের লিঙ্গের কারণে বৈষম্য, সহিংসতা এবং অন্যান্য ধরণের নিপীড়নের শিকার হয়। নারীর ক্ষমতায়ন সকলের জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা:- স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নও গুরুত্বপূর্ণ। যখন নারীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাবে, তখন তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের যত্ন আরও ভালোভাবে নিতে পারবে।

টেকসই উন্নয়ন:-টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন নারীদের ক্ষমতায়ন করা হয়, তখন তারা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আরও ভাল অবদান রাখতে সক্ষম হয়। নারীর ক্ষমতায়নের প্রকারভেদ :- সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। এখানে নারীদের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করে ক্ষমতায়নের ধরণগুলি আলোচনা করা হল। সামাজিক ক্ষমতায়ন:- এই ধরণের ক্ষমতায়ন নারীদের সামাজিক বৈষম্যের কথা বলে। স্বাধীনতার পর ভারত অনেক অগ্রগতি করেছে। তবুও, কিছু জায়গায়, স্বাস্থ্য, পারিবারিক সিদ্ধান্ত, বিবাহের সিদ্ধান্ত, সন্তান জন্মদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা অবিচারের সম্মুখীন হন। এই সমস্ত বিষয়ে সমান অধিকার থাকা নারীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রদানের একটি উপায় হতে পারে এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। শিক্ষাগত ক্ষমতায়ন:- শিক্ষা নারীদের সমান আর্থ-সামাজিক মর্যাদা অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যুগ যুগ ধরে নারীদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আজও, ভারত জুড়ে নারী সাক্ষরতার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ফলস্বরূপ, নারীদের পড়াশোনা এবং পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হতে সাহায্য করার জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা সময়ের দাবি।

সমাজে নারীদের অধিকার ও কর্তব্য বোঝার জন্য তাদেরকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যেসব মেয়েরা স্কুলে যেতে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে তারা বড় হয়ে ভারতের সৎ নাগরিক হতে পারে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এই ধারণা নিয়ে শুরু হয়েছিল যে নারীরা শিক্ষিত হলেই রক্ষা পাবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:- আর্থিকভাবে স্বাধীন নারীদেরকে শক্তিশালী মানুষ হিসেবে দেখা হয়। কাজের সুযোগে সমান সুযোগ থাকা এবং সকল ধরণের বাজারে অংশগ্রহণ নারীদের বৈষম্যের বাধা ভেঙে ফেলতে এবং ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকাকে অস্বীকার করতে সাহায্য করতে পারে। নারীদের আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল তাদের ঘর পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করা। অনেক সংস্থা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং নারী উদ্যোক্তা তৈরি এবং ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা স্থাপনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। নারীদের জন্য আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করলে দেশে দারিদ্র্যও হ্রাস পেতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:- সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য রাজনীতি অন্যতম শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় উপায়। এটি নারীদের সমাজে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা প্রদান করে। তাছাড়া, একটি টেকসই সরকারি সংস্থা তৈরির জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক দশক ধরে ভারত অনেক শক্তিশালী মহিলা রাজনীতিবিদদের সাক্ষী হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা পাতিল এবং নির্মলা সীতারমন হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে শক্তিশালী মহিলাদের কয়েকটি উদাহরণ। মানসিক ক্ষমতায়ন:- যদিও নারীদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী শক্তিশালী এবং স্বাধীন, তবুও তারা রাতে একা ঘর থেকে বের হতে পারে না, চিন্তামুক্ত। নারীরা হয়রানি, শোষণ, ধর্ষণ এবং সম্মান রক্ষার্থে হত্যার মতো বিভিন্ন অপরাধের ঝুঁকিতে থাকে। এগুলো কেবল তাদের বেঁচে থাকার জন্য হুমকি নয়, বরং এর দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রভাবও রয়েছে যা একজন নারীর আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন নারীদের এমন একটি জীবনযাপন করতে সাহায্য করে যেখানে তারা ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এর অর্থ হল এমন একটি স্থান তৈরি করা যেখানে নারীরা তাদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণের জন্য ভয় না পেয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার কারণগুলি:- ১.শিক্ষা: নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটি তাদেরকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং সরঞ্জাম প্রদান করে যা তাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে, সমাজে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয়। চাকরির সুযোগ:- কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সুযোগের অ্যাক্সেস নারীদের অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষমতায়িত করতে পারে, তাদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি অবদান রাখার ক্ষমতা প্রদান করে। ২.রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, খেলাধুলা এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ: রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, এবং খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ লিঙ্গগত স্টেরিওটাইপগুলিকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং নারীদের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতায়ন করতে পারে এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ৩.সমাজে সমান সুযোগ: শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নেতৃত্বের পদ সহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সমাজে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণের ক্ষমতায়ন করতে পারে। ৪.গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ: গণমাধ্যম এবং তথ্যের অ্যাক্সেস নারীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকার, তাদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন করার এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে। ৫.মত প্রকাশের স্বাধীনতা:- নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীর স্বাধীনভাবে এবং বৈষম্য বা প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষমতা অপরিহার্য। ৬.চলাচলের স্বাধীনতা:- নারীদের চলাচলের স্বাধীনতা, যার মধ্যে ভ্রমণ, কাজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত, তাদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজে অংশগ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ৭.সঠিক পুষ্টি এবং স্যানিটেশন:-নারীর স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য সঠিক পুষ্টি এবং স্যানিটেশনের অ্যাক্সেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদেরকে সমাজে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে।

৮.সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা: নারীদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজে অংশগ্রহণের জন্য তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার সহ তাদের নিজস্ব জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ৯.স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ভূমিকা: স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর প্রবর্তন নারীদের তাদের লক্ষ্য অর্জন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সহায়ক নেটওয়ার্ক এবং সংস্থান প্রদান করতে পারে। ১০.নারী শ্রম পদ্ধতিতে পরিবর্তন: নারী শ্রম পদ্ধতিতে পরিবর্তন, যার মধ্যে রয়েছে নারীদের অবৈতনিক যত্ন কাজের স্বীকৃতি এবং সমর্থন, লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি এবং নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে সহায়তা করতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি: দুর্ভাগ্যবশত, ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের পথে বেশ কিছু কারণ বাধাগ্রস্ত করছে, যার মধ্যে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব: ভারতীয় সমাজের অনেক অংশে এখনও নারীদের চেয়ে পুরুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব গভীরভাবে প্রোথিত। এর ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মতো ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য দেখা দিতে পারে। শিক্ষার সীমিত সুযোগ: যদিও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তবুও ভারতের অনেক মেয়ে এবং মহিলা এখনও দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক মনোভাব এবং অবকাঠামোর অভাবের কারণে শিক্ষার সীমিত সুযোগের সম্মুখীন হন।

অর্থনৈতিক বৈষম্য: ভারতের নারীরা প্রায়শই অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, কম মজুরি, সীমিত চাকরির সুযোগ এবং আর্থিক পরিষেবা ও সম্পদের অসম প্রবেশাধিকারের সম্মুখীন হন। সহিংসতা ও বৈষম্য: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য, যার মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য, ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকা: ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকা এবং প্রত্যাশা নারীর সুযোগ এবং পছন্দ সীমিত করতে পারে, যার মধ্যে বিবাহ, পরিবার এবং ক্যারিয়ারের মতো ক্ষেত্রগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

আইনি ও রাজনৈতিক সহায়তার অভাব: ভারতে নারীরা সীমিত আইনি ও রাজনৈতিক সহায়তার সম্মুখীন হন, যার মধ্যে রয়েছে সরকারে সীমিত প্রতিনিধিত্ব এবং আইনি সুরক্ষা ও পরিষেবার সীমিত প্রবেশাধিকার। সীমিত গতিশীলতা: সীমিত গতিশীলতা, যার মধ্যে মহিলাদের চলাচলের স্বাধীনতা এবং পরিবহনের অ্যাক্সেসের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে, ভারতে নারীর ক্ষমতায়নকেও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। নারী ক্ষমতায়নের জন্য ভারতের সরকারি প্রকল্পসমূহ: ভারতীয় সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এবং পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে, সরকার নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি তৈরি করেছে: বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা

এই প্রকল্পটি একটি কন্যা শিশুর সামগ্রিক মর্যাদা উন্নীত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। “সমৃদ্ধি” শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরো পরিবারের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এটি ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭ সালের পরে জন্মগ্রহণকারী সুবিধাবঞ্চিত কন্যাদের শিক্ষার জন্য অর্থায়ন করে। মহিলা উদ্যম নিধি প্রকল্প:-এই প্রকল্পটি ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (SIDBI) দ্বারা অফার করা হয়। এই সংস্থাটি মহিলাদের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। শিল্পোগিনী প্রকল্প এই স্কিমটি কৃষি, খুচরা বিক্রেতা এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য তৈরি। ১৮-৪৫ বছর বয়সী মহিলারা এই স্কিমের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন একটি টেকসই এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ভারত সরকার নারীদের সহায়তার জন্য আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প তৈরি করছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল মহিলা উদ্যম নিধি প্রকল্প, মুদ্রা পরিকল্পনা প্রকল্প, অন্নপূর্ণা প্রকল্প এবং দেনা শক্তি প্রকল্প। একটি জাতি হিসেবে, নারীদের মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের স্বাধীনতা এবং সুযোগ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

নারীরা নিজেরাই সচেতন না হলে নিজেদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন

বরুণ দাস

‘আমাকে কেউ সম্মান করে না’, ‘আমাকে কেউ প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না’, ‘আমাকে কেউ মানুষ বলেই মনে করে না’, ‘আমাকে কেউ গ্রাহ্যই করে না’, ‘আমাকে যেন ঝি চাকর মনে করে’, ‘সংসারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমার সঙ্গে কেউ আলোচনা করে না’, ‘মেয়ে বলে কি আমি মানুষ নই?’ ‘আমার মতামতের কি কোনও মূল্য নেই?’ ‘আমি না থাকলে সংসারের যে কী হাল হত তা একবার কেউ ভেবে দেখেছে কি?’ ‘যখন থাকর না- তখন বুঝবে সবাই তার আগে নয়’, ‘নিজের পরিবারের লোকেরাই যদি না বোঝে তো অন্যেরা বুঝবে কেমন করে?’

প্রিয় পাঠক হয়ত ভাবছেন, এ আর এমন নতুন কথা কী? প্রায় প্রতিটি পরিবারেই তো এমন ভূরি ভূরি অভিযোগ কমবেশি হামেশাই শোনা যায়। হ্যা, এমন অভিযোগ নতুন নয়। একেবারেই পুরনো। আমরা অনেকেই এমনটা শুনি এবং এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বেরও করে দিই। তার মানে অভিযোগের কোনও গুরুত্ব দিই না। হয়ত গুরুত্ব দেওয়ার তেমন কোনও প্রয়োজনও মনে করি না। গোদা বাংলায় বলা যায়, শুনতে শুনতে আমাদের কান একেবারে পচে গেছে। ফলে অভিযোগগুলি ভাঙা রেকর্ডের মতো শোনায় আর কী। তার মানে এসব অভিযোগের কি কোনও সারবত্তা নেই। মেয়েদের অভিযোগ বলেই কি তাকে তুচ্ছ ভাবা কিংবা তাতে কান না দেওয়ার পুরুষালি প্রবণতা। মেয়েদের অভিযোগ মানেই তা অন্তঃসারশূন্য। এমন একটা ভাবনা সিংহভাগ পুরুষের মনেই তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন পুরুষের মনে এই নেতিবাচক প্রবণতা দেখা যায়?। কেনইবা তাঁরা পরিবারের নিকটতম জনের অভিযোগ নিয়ে এমন নিস্পৃহতা দেখান। গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না? গোটা বিষয়টার পিছনে কোন গূঢ় কারণ কাজ করছে?

সম্প্রতি এমনই কিছু অনিবার্য প্রশ্ন মনের মধ্যে উকিঝুঁকি মারছিল এবং তার উত্তর খোঁজার তাগিদ বোধ থেকেই নারী দিবসে এই নিবন্ধের অবতারণা। বিজ্ঞান বলে, কারণ ছাড়া কোনও কার্য হয় না। কার্য ও কারণের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ। আমাদের তা খুঁজে বের করতে হয়। বিজ্ঞানের এই সূত্র মেনেই নারীদের অভিযোগের যুক্তিনিষ্ঠ কারণ বা উত্তর খোঁজার চেষ্টা আর কী। সত্যিই কি এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে, নাকি সবটাই নেহাত মামুলি কথার কথা। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা আমাদের চারপাশটা একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

দেখা যাক, কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এতদিন তো আমরা কেবল শুনেই কাল কাটিয়েছি।। উত্তর দেওয়ার কথা কারও মাথায়ও আসেনি কিংবা ন্যূনতম প্রয়োজন বোধও করিনি। ফলে গোটা বিষয়টিই যেন সরকারি অফিসের “পেন্ডিং ফাইল” এর লালফিতের ফাঁস খুলে বাইরে আসেনি। এবার না হয় এর পিছনে একটু সময়। শ্রম দেওয়া যাক। যদি কারণটা খুঁজে বের করা যায়। তাই একটু গুরুত্ব দিয়ে “অর্ধেক আকাশ” আখ্যা পাওয়া নারীদের মর্যাদা রক্ষার ন্যূনতম চেষ্টা করা যাক। তাতে মনে হয় উভয়পক্ষেরই লাভ। প্রেসিডেন্সির এক প্রাক্তনী তথা পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনা করা এক অগ্রণী মহিলার কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যাক। সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণির সঙ্গে আজীবন ওঠাবসা কর এই পিএইচডি ডিগ্রিধারী মেধাবী মহিলাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে গুণীজনদের স্মরণসভায়। কারণ তাঁর সঙ্গে এঁদের অনেকেরই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের সূত্রেই তাঁর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আসা এবং স্মৃতিচারণায় অংশ নেওয়া। একাধিক অনুষ্ঠানে তাঁর সমৃদ্ধ বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছে এই কলাম-লেখকের। তিনি নিজেও লেখালেখি করেন। তাঁর নিজের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থাও আছে। কিছুদিন আগে ওই সংস্থার অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন এই কলাম-লেখককে। ভদ্রমহিলার স্বামীও শিক্ষা- সংস্কৃতি জগতের এক উল্লেখযোগ্য মানুষ। ভালো গান জানেন। বিশেষ করে মাগীয় সঙ্গীতে দক্ষতা অনেকটাই। অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত। বলা যায়, সমাজের এগিয়ে থাকা অংশের মানুষ। সমাজের এই অংশের মানুষেরা স্বভাবতই সচেতন হবেন এমনটা আশা করাই যায়। কিন্তু আমাদের আশা অনেক সময়েই সফল হয় না।

এই উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কথা প্রসঙ্গে বার বার নিজের স্বামীকে “আমার কর্তা” বলে সম্বোধন করেন। যা বড্ড শ্রুতিকটু লাগে। একজন লেখাপড়া না-জানা গ্রামের অসচেতন মহিলা এটা বললে মেনে নেওয়া হয়ত যেত। শিক্ষা তো চেতনা আনে জানি। সেই চেতনার অভাব লেখাপড়া না-জানা গ্রামের অসচেতন মহিলার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু খোদ কলকাতা মহানগরের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত কোনও মহিলা যদি প্রকাশ্য মঞ্চে তাঁর স্বামীকে বার বার “আমার কর্তা” “আমার কর্তা” বলে সম্বোধন করেন তো আমাদের মনে কিছুটা খটকা লাগে বৈকি। স্বামী মানে তো জীবনসঙ্গী (লাইফ পার্টনার)। বন্ধুও বটে। সংসারের পাকদন্তী পথে সহযাত্রীও বলা যেতে পারে। তিনি কেন স্ত্রী'র “কর্তা” হতে যাবেন? “কর্তা” তো অভিভাবক। নিয়ন্ত্রক। মালিক। জীবনসঙ্গী বা বন্ধু কেন “কর্তা” বা মালিক হবেন? এই স্বাভাবিক বোধটুকু যদি কোনও শিক্ষিতা মহিলার মধ্যে না থাকে তো থাকবে কাদের মধ্যে? অজ পাড়া গাঁয়ের প্রথাগত শিক্ষায় অশিক্ষিত কোনও মহিলার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি না। যাঁরা অন্যদের পথ দেখাবেন, তাঁরা নিজেরাই যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যান তো সমাজ এগোবে কীভাবে? শুধু এই উচ্চ শিক্ষাজীবী মহিলাই নন, এমন আরও অনেক শিক্ষিতা এবং চাকরিজীবী মহিলাকেও দেখা গেছে, উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে নিজের স্বামীকে “আমার কর্তা” বলে অন্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে বেশ গর্ববোধ করতে। “আমার কর্তা” বলার মধ্যে যে অকারণে খর্ব করার মানসিকতা থাকে তা তাঁরা যারা বুঝতে নিতান্তই অপারগ। আজকের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে কেন যে ন্যূনতম আত্মসম্মানবোধটুকু জন্মায় না, তা ভেবে অবাক লাগে। নিজেকে সস্তা করে স্বামীর কাছে বিকিয়ে দেওয়ার মানসিকতা মোটেই ভালো নয়।

শুধু উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারাই নন, অনেক বাজনীতি সচেতন মহিলাদেরও একই মানসিকতার পরিচয় দিতে দেখা গেছে। এমনকী, বামদলের নেতৃত্বস্থানীয় মহিলাদেরও তাঁদের স্বামীকে “আমার কর্তা” বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। “আমার কর্তা” এটা পছন্দ করেন, “আমার কর্তা” ওটা পছন্দ করেন না এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সংলাপ হামেশাই শোনা যায় বাম নেতা-কর্মীদের মুখে। এর কী ব্যাখ্যা দেখেন প্রিয় পাঠক। বাম রাজনীতি আমাদের মহিলাদের কোন সচেতনতার আলোর সামনে এনে দাঁড় করাচ্ছে? এই কঠিন বাস্তবকে আমাদের বুঝতে হবে।

তবে মানব জীবনে অহংকার কোনও অর্থেই ভালো নয়। পুরনো প্রবাদ-বাক্যে আছে, “অহংসার পতনের মূল”। অর্থাৎ অহংকার পতনের পথ পরিষ্কার করে। দ্রুত নীচের দিকে ঠেলে দেয়। অহংকার থেকে ইগোর জন্ম। পাড়া-প্রতিবেশী তো বটেই, পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গেও সম্পর্ক নষ্ট করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এক কৃত্রিম প্রাচীর বা বেড়া তৈরি করে। সামাজিক সম্পর্ক বা সামাজিক বন্ধনে জোর ধাক্কা মারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অহেতুক দূরত্ব বাড়ায়। যা সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে কখনও কোনওভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অহংকারের সঙ্গে যার আকাশপাতাল তফাত। আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে মানুষ মানুষকে মান্যতা কিংবা প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেয় না। প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয় না। ব্যক্তিকে গুরুত্বহীন করে তোলে। শিশুরাও বড়দের কাছে গুরুত্ব আশা করে। তাদের নজর কাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ব্যর্থ হলে কান্না জুড়ে দেয়। গুরুত্ব না পাওয়ায় বড়দের জীবনেও একটা সময় হতাশা আসতে বাধ্য। হতাশা থেকে অবসাদ আসে। যা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই কাম্য নয়। অবসাদের বিষফল কী হতে পারে তা আমরা জানি। এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল, “নারীরা নিজেরাই সচেতন না হলে নিজেদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন”। অভিযোগ, কেন তাদেরকে কেউ সম্মান করে না, কেন প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না, কেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না, যেন ঝি-চাকর মনে করে, কেন সংসারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তাদের সঙ্গে কেউ আলোচনা করে না, মেয়ে বলে কি তারা মানুষ নন, তাদের মতামতের কি কোনও মূল্য নেই, তারা না থাকলে সংসারের যে কী হাত হত তা একবার কেউ ভেবে দেখেছে কি? যখন থাকবে না- তখন বুঝবে সবাই তার আগে নয়।

নারীদের আরও একটি মস্ত বড় অভিযোগ, প্রশ্ন কিংবা স্বগতোক্তি যে নামেই আখ্যা দিই না কেন, তা হল-নিজের পরিবারের লোকেরাই যদি তাদের না বোঝে তো অন্যেরা বুঝবেন কেমন করে? অভিযোগ মোটেই মিথ্যে নয়। সত্যিই তো পরিবারের অধিকাংশ পুরুষ সদস্যরাই নারীদের সেভাবে বোঝেন না, বোঝার তেমন চেষ্টাও করেন না। এমনও দেখা যায়, পরিবারের বালক কিংবা কিশোর সন্তানও তার বাবাকে যতটা গুরুত্ব বা মান্যতা দেয়, তার সিকিভাগও মাকে দেয় না। অথচ মায়ের নিবিড় স্নেহ-আদর যত্নেই কিন্তু তার বেড়ে ওঠা। এছাড়া অনেকেই হয়ত কমবেশি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ধনী কিংবা গরিব- যে কোনও পরিবারেই ঘরের পুত্রবধূকে যতটা না গুরুত্ব দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যঘরের জামাতাকে। এই যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ, এই যে অনৈতিক বিভাজন, এই যে দৃষ্টিকটু পক্ষপাতিত্ব, সে তো ওই “পুরুষ” বলেই। “নারী” বলে কাছের মানুষটি (পুত্রবধূ) গুরুত্ব পায় না; অথচ পুরুষ বলে দূরের মানুষটি (জামাতা) বেশি গুরুত্ব পায়। নারীদের এটা সহজে মেনে নিতে। কষ্ট হওয়ারই কথা। কিন্তু এজন্য তাঁরা নিজেরাই কি দায়ী নন। কেন তাঁরা দায়ী। অভিযোগ তখনই গুরুত্ব পাবে যখন নারীর নিজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জন্মাবে। আত্মমর্যাদাবোধ না জন্মালে পরিবার কেন, পাড়া- প্রতিবেশী, পরিচিতজন কেউ তাঁকে বুঝবেন না। বোঝার চেষ্টা করবেন না। আমাদের পুরাণ-শাস্ত্রে নারীদের মানুষের মর্যাদাটুকুও দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে “মনুসংহিতা”য় নারীকে “নরকের দ্বার” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার ভাবুন তো. কোন দৃষ্টিতে দেখা হত নারীকে। আমাদের অনেকের মধ্যেই “মনুবাদী মানসিকতা” এখনও রয়েছে। কারও মধ্যে প্রকটভাবে, কারণ মধ্যে হয়ত চাপাভাবে।

এই “মনুবাদী মানসিকতা”র ওপর আঘাতটা হানতে হবে নারীদেরই। তবে ঝগড়া-বিবাদ করে নয়, ছলে-জুতোয় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে নয়-নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে। শুধু মুখের কথায় নয়, তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝাতে হবে, তারা কোনও অংশেই পুরুষের চেয়ে কম ময়। পুরুষ যেটা করছে, সেটা ঠিক নয়। কাজটা খুব একটা সহজ নয়। কারণ দীর্ঘদিনের পুরনো অভ্যাস বদলানো মুখের কথা নয়। এজন্য নিজেকে তিল তিল করে তৈরি করতে হবে। আর বিলম্ব নয়, নিজেকে তৈরির পাঠ শুরু হোক আজ থেকেই। তবেই না নারী দিবসের সার্থকতা। তা না হলে ফি-বছর ঘটা করে নারী দিবস উদযাপন করে কী লাভ? নারীকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ পুরুষের কাছে আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার অনেকটা দায় কিন্তু তাদেরই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

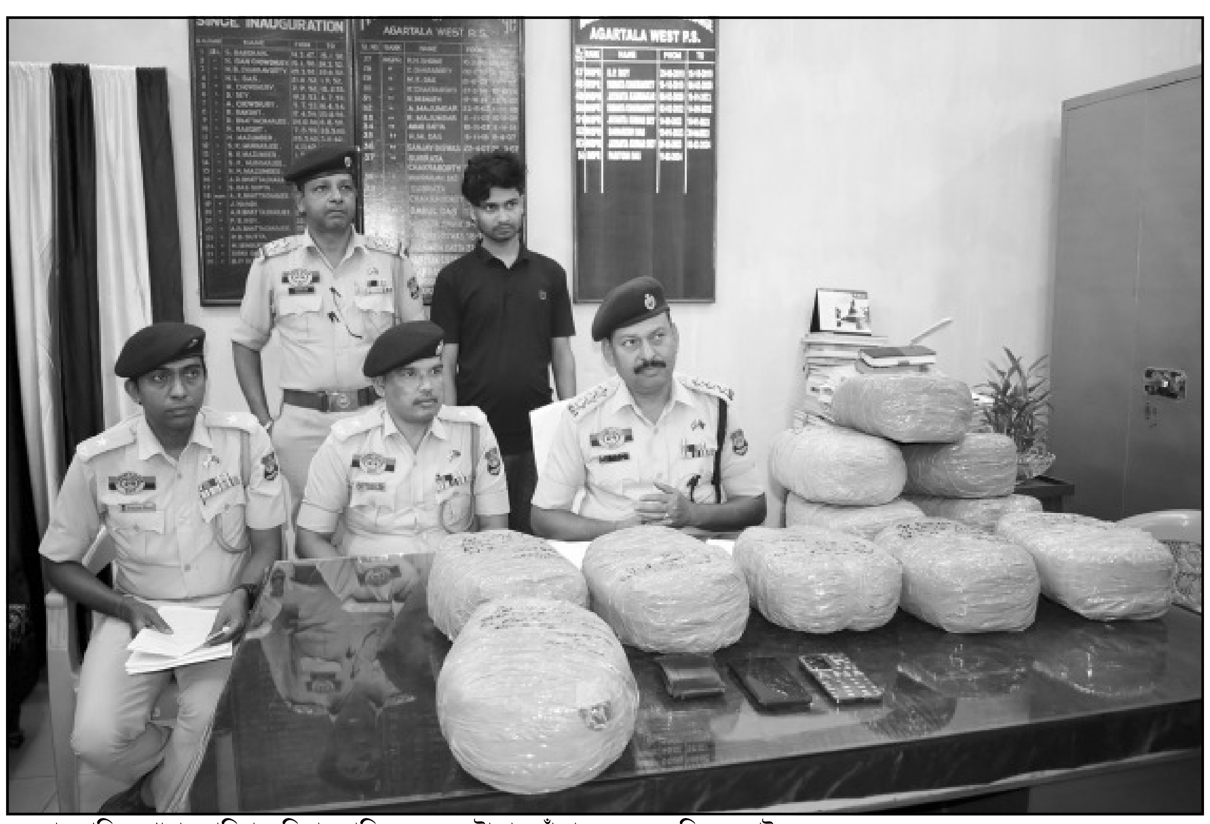
শুক্রবার পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে।

প্রধানমন্ত্রী ৭-৮ মার্চ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ সহ গুজরাট সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ, ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭-৮ মার্চ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ সহ গুজরাট সফর করবেন। তিনি ৭ মার্চ দুপুর ২টো নাগাদ সিলভাসায় নমো হাসপাতালের প্রথম পর্বের উদ্বোধন করবেন। এরপর, সেখানে তিনি দুপুর ২-৪৫ মিনিট নাগাদ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ২,৫৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন। সেখান থেকে তিনি বিকেল ৫টা নাগাদ সুরাট পৌঁছবেন এবং সুরাট খাদ্য সুরক্ষা স্যাচুরেশন অভিযানের সূচনা করবেন। ৮ তারিখ সকাল ১১-৩০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নভসারি সফর করবেন। সেখানে তিনি 'লাখপতি দিদি'দের সঙ্গে মতবিনিময়ে করবেন। এরপর, বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শ্রী মোদী।

দেশের সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধিই প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য। সেদিকে তাকিয়ে সিলভাসায় ৪৫০ শয্যার নমো হাসপাতালের প্রথম পর্বের উদ্বোধন করবেন তিনি, যার আর্থিক মূল্য ৪৬০ কোটি টাকারও বেশি। এতে দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-এ স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষভাবে শক্তিশালী হবে। এলাকার মানুষ, বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাবেন। সিলভাসাতে তিনি ২,৫৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন, যার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক সহ অন্য সড়ক পরিকাঠামো, বিদ্যালয়, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক ভবন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, জল সরবরাহ ও নিকাশি পরিকাঠামো প্রভৃতি। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিল্পোন্নয়নের প্রসার ও পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং এলাকায় জনসচেতনতা উদ্যোগের প্রসারও এসব প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য।

রোজগার মেলার অধীন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন এবং পিএম আবাস যোজনা — শহর, গির আদর্শ আজীবিকা যোজনা এবং সিলভান দিদি প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপকদের হাতে তুলে দেবেন।

৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের সুরাটের লিম্বায়াতে সুরাট খাদ্য সুরক্ষা স্যাচুরেশন প্রচারাভিযান কর্মসূচির সূচনা করবেন এবং জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ২.৩ লক্ষেরও বেশি প্রাপকদের হাতে তুলে দেবেন। মহিলা ক্ষমতায়ন সরকারের বিভিন্ন কাজের অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর আদর্শপথে তাঁদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নভসারি জেলায় ভানসি ভোরসি গ্রামে 'লাখপতি দিদি' কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। ৫ লক্ষ 'লাখপতি দিদি'কে তিনি সম্বর্ধনা ও শংসাপত্র প্রদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাট সরকারের 'গুজরাট স্কিম ফর অন্ত্যোদয় ফ্যামিলিজ ফর অগমেন্টিং লাইলিহুডস' বা জি-সফল এবং 'গুজরাট মেন্টরশিপ অ্যান্ড অ্যাক্সিলেরেশন অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ফর ট্রান্সফর্মিং রুরাল ইনকাম' বা জি-মৈত্রী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন।

'জি-মৈত্রী' কর্মসূচি হল স্টার্ট-আপগুলিকে আর্থিক এবং অন্য সহায়ক সুবিধাপ্রদান। গ্রামীণ জীবনধারণে একটি সুগম বাতাবরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সূচনা। 'জি-ফসল' গুজরাটের দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা এবং ১৩টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের অন্ত্যোদয় পরিবারগুলির এসএইচজি মহিলাদের আর্থিক এবং উদ্যোগগত প্রশিক্ষণ যোগানোর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দিল্লিতে সাহিত্য উৎসব শুরু

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ : কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ দেশের প্রথম সারির সাহিত্য চর্চার প্রতিষ্ঠান সাহিত্য অ্যাকাডেমি আগামী ৭ মার্চ নতুন দিল্লির রবীন্দ্র ভবনে বার্ষিক সাহিত্য উৎসব আয়োজন করবে। এই উৎসব চলবে ১২ মার্চ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এর উদ্বোধন করবেন। বিশিষ্ট ইংরেজি নাট্যকার শ্রী মহেশ দাত্তানি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। এবছরের বার্ষিক বক্তৃতা দেবেন লেখক শ্রী উপমন্যু চ্যাটার্জী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২৩টি ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই উৎসবকে এশিয়ার বৃহত্তম সাহিত্য উৎসব হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের, ৫০টিরও বেশি ভাষায় লেখালেখি করেন, এমন ৭০০ জন লেখক-লেখিকা এবারের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। উৎসবে ১০০টির বেশি অধিবেশনে লেখক-লেখিকারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করবেন। এবারের আয়োজনের মূল ভাবনা ভারতে সাহিত্য চর্চার ইতিহাস। উৎসবের শেষ তিন দিন একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং লেখকরা অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের উৎসবে তরুণ, মহিলা, দলিত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, আদিবাসী এবং এলজিবিটিকিউ (সমকামী থেকে তৃতীয় লিঙ্গের) গোষ্ঠীর লেখক ও কবিরা অংশ নেবেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন অনুবাদক, প্রকাশক এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টজনেরা। ১৯৮৫ সাল থেকে এই সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এটিকে সাহিত্য জগতের সর্বাঙ্গীন এক উৎসব বলে বিবেচনা করা হয়।

উৎসবের শেষ দিনে শিশুদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে লেখক-লেখিকা, কবি, অনুবাদক, প্রকাশক এবং সাহিত্য সমালোচকরা অংশ নেবেন। উৎসবের তিন দিন, সন্ধ্যায় রাকেশ চৌরাসিয়ার মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। রাকেশ বাঁশি বাজাবেন। হিন্দুস্তানী কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী নলিনী যোশী, দাস্তান-ই-মহাভারত খ্যাত ঋতেশ যাদব সহ শিল্পীরা শ্রোতা-দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই সাহিত্য উৎসব, সাহিত্যপ্রেমী প্রতিটি মানুষের জন্য এক মুক্ত মঞ্চ। এবং যে কেউ দেশের দীর্ঘকাল ব্যাপী অব্যাহত এই সাহিত্য উৎসব সম্পর্কে আস্বাদন নিতে আগ্রহী যে কারুর জন্য উন্মুক্ত এই উৎসব।

জন ঔষধি কেন্দ্রে রেখা গুপ্তা, বিঁধলেন পূর্বতন এএপি সরকারকে

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি.স.): দিল্লির অশোক বিহার এলাকায় জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। জন ঔষধি দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে, শুক্রবার সকালে অশোক বিহার এলাকায় জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সাশ্রয়ী মূল্যের এই স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগের প্রচার করেন তিনি। পূর্বতন এএপি সরকারকে আক্রমণ করে রেখা গুপ্তা বলেছেন, আজ সপ্তম জন ঔষধি দিবস, আমি বলতে চাই পূর্ববর্তী সরকার এই জনকেন্দ্রিক উদ্যোগ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সম্ভবত এর সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে। তবে, এখন আমি সপ্তম জন ঔষধি দিবসে দিল্লিকে অভিনন্দন জানাতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'আমাদের আগের সরকার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেনি। হয়তো এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের নামের সঙ্গে "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে। সপ্তম জন ঔষধি দিবস উপলক্ষ্যে আমি দিল্লির জনগণকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় সিআইএসএফ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : অমিত শাহ

রানিপেট, ৭ মার্চ (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবস সিআইএসএফ বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, 'দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।' সিআইএসএফ শুক্রবার ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে, এই উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তামিলনাড়ুর রানিপেটের আরাককোনামে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন অমিত শাহ।

পরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় অমিত শাহ বলেছেন, 'সিআইএসএফ-এর ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রী রাজবিন্দর সিং ভাট্টি, উপস্থিত সমস্ত সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন বাহিনীর আধিকারিক, সমগ্র দেশের সিআইএসএফ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আজ আমাদের দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ বল্লভ পন্তের মৃত্যুবার্ষিকী। আমি আজ তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এখানে আমি ১২৭ জন সিআইএসএফ শহীদের স্মৃতিস্তম্ভেও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি। এই ১২৭ জন জওয়ান বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করার সময় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি এই শহীদদের পরিবারবর্গকে বলতে চাই, আপনাদের প্রিয়জনদের আত্মত্যাগের কারণে, আমাদের দেশ এখন বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং গর্বিত বোধ করছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '২০১৯ সালে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শুধুমাত্র দিল্লির পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হবে। আমি আনন্দিত যে এই বছর, অনুষ্ঠানটি ঠাক্কোলামের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তামিলনাড়ুর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।'

তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গে ১২ দিন বন্দি, আশার আলো প্রায় নিভে এসেছে

হায়দরাবাদ, ৭ মার্চ (হি.স.): ধসে পড়া সুড়ঙ্গে কেটে গিয়েছে ১৩ দিন। ভিতরে এখন আটকে রয়েছেন আট জন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ার। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। আশার আলোও প্রায় নিভে এসেছে। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ।

গত ২২ তেলঙ্গানার ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে। সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন আট শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখনও শ্রমিকদের অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁদের কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। তবে আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা।

PUBLIC NOTICE
Date: 25th February 2025

The general public, drug licensees, and all concerned stakeholders are hereby informed that, with effect from 1st March 2025, all applications related to the following drug licensing services under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, shall be submitted exclusively through the Online National Drug Licensing System (ONDLS) portal: https://www.statedrugs.gov.in/.
The services include:
i. Application for Retail and Wholesale Drug Licence
ii. Retention of Retail and Wholesale Drug Licence
iii. Application for Blood Centre
iv. Renewal of Blood Centre
v. Addition, Replacement, or Removal of Pharmacist
vi. Shifting of Drug Licence
vii. Change in Ownership
viii. Change in Name of Organization
ix. Addition or Reduction of Site Area
x. Surrender of Drug Licence
Please note that no physical request letters or offline applications will be entertained by this office on or after 1st March 2025. All applicants are requested to register and submit their applications online via the aforementioned portal well in advance to avoid any inconvenience.
For assistance or queries regarding the online application process, stakeholders may contact the Office of the Deputy Drugs Controller, Government of Tripura, during working hours or visit the ONDLS portal for guidelines or may visit official website of Drugs Control administration, Tripura i.e. https://dca.tripura.gov.in/ for quick links. This initiative is aimed at enhancing transparency, efficiency, and ease of access to drug licensing services in the state.
ICA/D-1977/25

Deputy Drugs Controller &
Licensing Authority Government of Tripura

One Project Technical Support-III (Purely temporary & Contractual) are required for the ICMR funded project titled," To determine causes of death in infants in north-eastern region of India by minimally invasive tissue sampling (MITS) technique: An ICMR Task Force Study", Department of Paediatrics.
Date of Interview: 10th March 2025, Timing: 10.30am
Registration and Documents Verification: 9am to 10am, 10th March 2025. Venue: College Council Room, AGMC & GBP Hospital Agartala.

Name of the Post	No. of Vacancy	Upper age limit	Duration	Eligibility Criteria	Monthly remuneration
Project Technical Support III	01	30 yrs	? Months	B.sc Nursing/ BMLT with three (03) years of experience or PG in respective subject & Eligible candidate having Diploma in Computer Application or experience certificate (minimum one year) in Computer Application from renowned Institute.	Rs. 28,000 + Rs. 2,520 (9% HRA) = Rs. 30,520/-

*** Age relaxation for 05 (five) years for SC/ST & in service candidates & 03 (three) years for O.B.C candidates will be applicable as per govt. rules.
*** In case, total number of candidates for each post exceeds 30, then written test will be conducted for screening purpose.
Eligible candidates will be requested to bring their complete filled Performa, Bio-data CV along with one set of photocopy of all supportive documents namely, Matriculation certificate(for age proof), Higher secondary exam(XII class), Mark statement for Graduation, Graduation Degree, Experience certificate, Computer Experience certificate and Caste certificate(if applicable) on the day of interview. One written test/ walk in interview will be conducted. Registration and documents verification will be done till 10am of the day of interview. No candidate will be entertained after the said timings.
For details please visit AGMC website https://www.agmc.nic.in.
Distribution of marks for eligibility will be as follows:

	Academic performance (Break up 05 marks)	Experience, If any (Break up 05 marks)	Viva	Total
Project Technical III	>90% =05 Marks 90% to 81% =0 4 Marks 80% to 71% = 03 Marks 70% to 61% =02 Marks 60% to 50% = 01 Marks	>4 years = 05 Marks 4-3 years = 04 Marks 3-2 years = 03 Marks 2-1years = 02 Marks 1 years to >6months = 01 Marks	10	20

ICA/D-1979/25

Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Debbarma Principal Investigator,MITS Project AGMC &/GBP Hospita! Agartala Government Medical College, Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-29/ EE/RD/TLM-DIV/2024-25, dt.04.03.2025.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Tender in Two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 13/03/2025 for 4(Four) Nos. Internal Electrification work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4240/25

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai
Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 2448 /TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25 DATED /03/2025

The Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20/03/2025 for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of 01(one) 3 (three) seated sanitary latrine with septic tank, soak pit etc. at Kowaifung Post 9th Bn TSR (IR-IV). DNIeT No: 12/TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 2,91,793.00	Rs. 5,836.00	30 days.	Up to 15.00 Hrs on 20.03.2025	At 11.00 Hrs on 21/03/2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/4229/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Alok Bhattacharjee)
Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV) Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17/03/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd Call/Construction of 1(One) Unit Art/Craft Room at Dasarath Deb (A) Uchha Vidyalaya under Dukli Block of West Tripura District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha Abhiyan, Secondary Level DNIeT No.-55/EE/ENGGCELL/SAMAGRA/2024-25	Rs.22,50,000.00	Rs.45000.00	180 days	Up to 3PM 17/03/2025	At 18/03/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd Call/Major Repairing of Kalkalia High School, Noagaon Tairajkami High School ,Tamakari High School under West Tripura District for the year 2024-25 at Higher Seconadry Level under Samagra Shiksha. DNIeT No.-43/EE/ENGGCELL/SAMAGRA/2024-25	Rs.900000.00	Rs. 18000.00	60 days	Up to 3PM 17/03/2025	At 18/03/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C-4246/25

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PNIET No. 317-319/EE/ DWS/BLG/2024-25 dated 04/03/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 11/03/2025 for. i). "Construction of 1 No. 20,000 Gallon capacity RCC UGR with pump house & pipe line in/c other allied works under Kathalia, (ii) Providing & installation of Raw Water Pump motor in the Intake of Melaghar SWTP under Melaghar .For details please visit https://tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.
ICA/C-4234/25

Executive Engineer
DWS Division,
Bishalgarh

শুক্রবার আগরতলায় প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে প্রাণী সম্পদ নিয়ে সেমিনারের উদ্বোধন করা হয়।

• কাজের সন্ধান •

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪০০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ
অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিওবি বা ব্যাঙ্ক অব বরোদায় এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিলে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৪,০০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১১ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি / এপিপিআর/ অ্যাক্ট-১৯৬১/২০২৫, তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-০৩-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৪,০০০টির মধ্যে ১৭১৩টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬০২টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৩১৪টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৯৮০টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৩৯১টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৪৭টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। ১০০টি প্রশ্ন, সময় ৬০ মিনিট। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টি টিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা এপ্রিল মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাজ্য সরকারের অধীনে **জুনিয়র পি.আই** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, নির্দিষ্ট স্পোর্টস ইভেন্টে রাজ্য বা জাতীয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রীয় বীমায় চাকরির লক্ষ্যে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় ডিগ্রি কলেজে **প্রিন্সিপাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি যোগ্যতা এবং নির্দিষ্ট পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ৯৩টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **প্রফেশনালস্‌** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ২০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৭০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ লিখিত পরীক্ষা ২০ জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আইডিবিআই-এ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ এপ্রিল, কেন্দ্র কলকাতার মতো সারা দেশে ৪০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রিডে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে জল নিগমে **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* এসবিআই-তে **রিটায়ার্ড অফিসার্স কনকারেন্ট অডিটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এসবিআই-এর রিটায়ার্ড স্টাফ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় **স্পেশাল এডুকেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টি.আর.বি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন।

* এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নরসেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, জিএনএম ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র পি.আই (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৩০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, নির্দিষ্ট স্পোর্টস ইভেন্টে রাজ্য বা জাতীয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রিন্সিপাল (ডিগ্রি কলেজ, ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি যোগ্যতা এবং নির্দিষ্ট পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ৯৩টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রফেশনালস্‌ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ২০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস (কেন্দ্রীয় সরকার),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৭০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ২০ জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (আই.ডি.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ এপ্রিল, কেন্দ্র কলকাতার মতো সারা দেশে ৪০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (পাওয়ার গ্রিড),**
আসন সংখ্যা ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ (জল নিগম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিটায়ার্ড অফিসার্স কনকারেন্ট অডিটর (এসবিআই),**
শূন্যপদ ঃ ১১৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এসবিআই-এর রিটায়ার্ড স্টাফ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশাল এডুকেটর (ত্রিপুরা),**
টি.আর.বি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ
শূন্যপদ ঃ ১১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস),**
নরসেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, জিএনএম ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট
অনলাইনে আবেদন ও এপ্রিলে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। আই.ডি.বি.আই অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ এপ্রিল, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এক্সিকিউটিভ পদে ৬৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইডবি অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইন্ডিয়ায়।

আই. ডি. বি. আই-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৬৫০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১০০টি, এসটি'র জন্য ৫৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৭১টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ৬৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৬০টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ২৬টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিকম, বিএসসি ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ২০০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ২০০টি। সময় দেড় ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে আগরতলা কেন্দ্রে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ এপ্রিলে। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১২ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১২ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাজ্যে ১১২ জন স্পেশাল এডুকেটর
নিয়োগ পরীক্ষার অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্পেশাল এডুকেটর পদে চাকরির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা অর্থাৎ এস.টি.এস.ই-র জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন। বিস্তারিত খবর হলো — স্পেশাল এডুকেটর পদে গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে আবশ্যক এস.টি.এস.ই বা সিলেকশন টেস্ট ফর স্পেশাল এডুকেটর - ২০২৫ পরীক্ষায় বসার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। ১৭ মার্চ পর্যন্ত অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। 'সিলেকশন টেস্ট ফর স্পেশাল এডুকেটর (এসটিএসই) - ২০২৫' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-১৮) জেন/ টিআরবিটি/ আরইসি/ ২০২৪/ ২৪৬, তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। শূন্যপদগুলো হলো — পদের নাম ঃ স্পেশাল এডুকেটর ঃ শূন্যপদ ১১২টি, এর মধ্যে ৩০টি পদ এসসি এবং ৫৪টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৮টি পদ অসংরক্ষিত। তবে মোট ২০০টি পদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৮টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৮টি পদের মধ্যে দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ৩টি, শ্রবনজনিত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৩টি এবং চলন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। তেমনি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪টি পদের মধ্যে ১টি পদ এসসি এবং ১টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে আরসিআই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। এছাড়া, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে, ১০-০২-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী অথবা সরকারি কর্মরত প্রার্থী হলে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের বিশেষ ছাড় সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। মূল মাইনে ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী অর্থাৎ লেভেল-৯ অনুযায়ী বেসিক পে'র ৭৫ শতাংশ হিসেবে স্থির বেতন ২০,৪৭৫ টাকা। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করতে পারেন ১৭ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ। দরখাস্তের সময় ডেভিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ মার্চ থেকে, চলবে ১৭ মার্চ পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ মার্চ। আগামী ২২ জুন পরীক্ষা নেওয়া হবে। আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়ে চলবে আড়াইটা পর্যন্ত। এর জন্য আগে থেকে অর্থাৎ ২ থেকে ১৩ জুনের মধ্যে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৫০ নম্বরের। সময় আড়াই ঘন্টা। কাট-অফ মার্ক ধরা হবে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫ নম্বর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাট-অফ মার্কে ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬৮ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে।

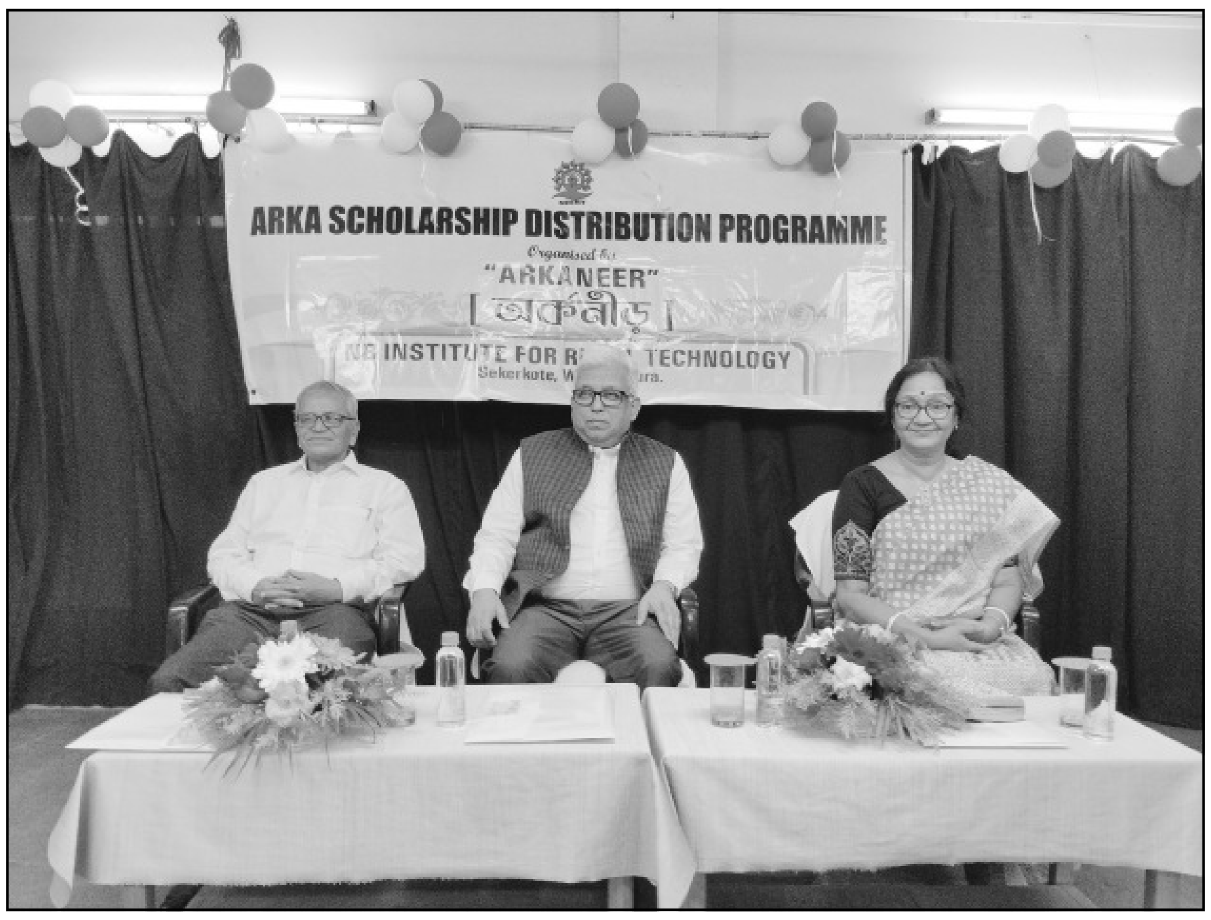

শুক্রবার আগরতলায় অর্ক স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উড়িষা হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্র।

২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে : অমিত শাহ

রানিপেট, ৭ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সিআইএসএফ-এর ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় অমিত শাহ বলেছেন, 'সিআইএসএফ দেশের উন্নয়নের একটি অংশ এবং দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিতে সিআইএসএফ সুরক্ষা প্রদান করে আসছে।' মহিলা সিআইএসএফ ব্যাটালিয়নকে অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, তামিলনাড়ু দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, সিআইএসএফ কর্মীদের স্বাস্থ্যের যত্ন সরকার নেয়। অমিত শাহ আরও বলেছেন, তরুণরা এখন তামিলনাড়ু-সহ অষ্টম তফসিলের সমস্ত ভাষায় তাঁদের সিএপিএফ পরীক্ষা দিতে পারবে।

বিকশিত ভারতের যাত্রায় পুষ্টিকর খাবারের বড় ভূমিকা রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

সুরাট, ৭ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার গুজরাটের সুরাটে, সুরাট খাদ্য সুরক্ষা স্যাচুরেশন অভিযানের সূচনা করেছেন। এছাড়াও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের সুবিধাগুলি সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারতের যাত্রায় পুষ্টিকর খাবারের বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের লক্ষ্য হল, দেশের প্রতিটি পরিবারে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করা যাতে দেশ অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতার মতো বড় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন আমি সন্তুষ্ট যে, আমাদের সরকার দরিদ্রদের একজন প্রকৃত সঙ্গী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কোভিড মহামারীর সময়, যখন ভারতের উল্লেখযোগ্য সহায়তার প্রয়োজন ছিল, তখন দরিদ্রদের সঠিক খাবার নিশ্চিত করার জন্য গরীব কল্যাণ যোজনা চালু করা হয়েছিল। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এই ধরণের প্রকল্প। আমি আরও খুশি যে, গুজরাট সরকার এই উদ্যোগটি আরও প্রসারিত করেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার, দরিদ্রদের ঘরের উনুন যাতে জ্বলতে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করছে।

উত্তর প্রদেশে ৫৪০ নবদম্পতিকে সরকারের আশীর্বাদ

মির্জাপুর, ৭ মার্চ (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ সরকারের ''মুখ্যমন্ত্রী সামূহিক বিবাহ প্রকল্প''-এর আওতায় কছওয়ার শ্রী গান্ধী বিদ্যালয় ইন্টার কলেজ-এর খেলার মাঠে এক বিশাল বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। সমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ৫৪০ দম্পতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এর মধ্যে ৫৩৮টি হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে, এবং ২টি মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ইসলামি রীতি অনুযায়ী। হিন্দু রীতি অনুযায়ী পণ্ডিত ওমানন্দ পাণ্ডে ৫৩৮টি বিবাহ সম্পন্ন করান, অন্যদিকে, মৌলানা ফারুখ আনসারি ইসলামি নিয়ম মেনে ২টি মুসলিম বিবাহ করান। বিশাল মাঠটি পুরোপুরি তাঁবু দিয়ে ঢাকা হয় এবং মির্জাপুরের বিভিন্ন ব্লকের জন্য পৃথক প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। প্রতিটি প্যান্ডেলে ৪টি করে বর-কনেকে বসানো হয়। সেখানে হবনকুণ্ড, পুজোর সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নবদম্পতিদের মুখে আনন্দের ছাপ স্পষ্ট ছিল। অনেকের মতে, ''মুখ্যমন্ত্রী সামূহিক বিবাহ প্রকল্প'' তাঁদের জন্য বড় সহায়তা হয়ে এসেছে, যার ফলে বিনা আর্থিক বোঝায় তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মজ্বাও বিধায়ক সুচিস্মিতা মৌর্য্য, মির্জাপুর শহর বিধায়ক রত্নাকর মিশ্র, মধিহান বিধায়ক রামাশঙ্কর পাটেল, মির্জাপুর পৌরসভার সভাপতি শ্যাম সুন্দর কেশরী, কছওয়া নগর পঞ্চায়েতের সভাপতি মিতালি জায়সওয়াল, জেলা মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক বিশাল কুমার-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।এই প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক নববধূকে ৩৫,০০০ টাকা নগদ অর্থ তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। পাশাপাশি, সমাজ কল্যাণ দফতর থেকে নববধূদের জন্য বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে : বধূদের জন্য ৫.৫০ মিটার জরির কাজ করা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট ও ওড়না, ৩০ গ্রাম রুপোর নুপুর, ছেলেদের জন্য প্যান্ট-শার্টের কাপড়, পাগড়ি ও গামছা। এছাড়াও প্রত্যেক নবদম্পতিকে দেওয়া হয় স্টিল ডিনার সেট, স্টিল প্রেসার কুকার, ট্রলি ব্যাগ, ভ্যানিটি কিট, গ্যাস ওভেন, ঘড়ি। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর মধ্যে চরম উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে পিকআপ উলটে আহত ১৫, আশঙ্কাজনক ৫

সতনা, ৭ মার্চ(হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের সতনা জেলার অন্তর্গত কোটার থানার রাজরোয়ার এলাকায় শুক্রবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এতে এক পরিবারের ১৫ জন সদস্য আহত হন, যাদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে রাজরোয়ার গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এক পরিবারের সদস্যরা দুই দিন আগে অবের গ্রামে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালের দিকে তারা বাড়ি ফিরছিলেন। অতিরিক্ত গতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে পিকআপ ভ্যানটি উলটে যায়। দুর্ঘটনার সময় ভ্যানটিতে ২০-২৫ জন যাত্রী ছিলেন।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

শুক্রবার থেকে প্রতি রাতে মা উড়ালপুলে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.): কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ মা উড়ালপুল সংস্কারের কাজের জন্য শুক্রবার থেকে প্রতি রাতেই যান চলাচল বন্ধ থাকবে। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এই সংস্কারের কাজ করবে, যার জন্য রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত উড়ালপুলে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ।

যে সমস্ত গাড়ি মা উড়ালপুল হয়ে ইএম বাইপাসের দিকে যাবে, তাদের জন্য বিকল্প পথও বলে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পার্ক সার্কাস থেকে সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ ধরে, দরগা রোড হয়ে, চার নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছনো যাবে ইএম বাইপাস। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। তাই রাতে যাতায়াতের পরিকল্পনা করার সময় এই পরিবর্তন মাথায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ভুতুড়ে ভোটার ইস্যুতে সরব কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভুতুড়ে ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ফের অভিযোগ জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের দাবি, শাসক দলের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভুতুড়ে ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় বাধা। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের ৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কমিশনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান, যাতে আসন্ন নির্বাচনে ভুতুড়ে ভোটারদের মাধ্যমে কোনও অনিয়ম না ঘটে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র আশুতোষ চ্যাটার্জি অভিযোগ করেন, 'ভুতুড়ে ভোটারদের নিয়ে আমরা বহু আগে থেকেই কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শাসক দলও এখন এই ইস্যু তুলছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা নিজেরাই এই ভোটারদের মদত দিয়ে আসছে।' প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত দত্ত, বিপ্রদাস চক্রবর্তী প্রমুখ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যদি নির্বাচন কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

১১ ও ১২ মার্চ মরিশাস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী জানালেন রণধীর জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ ও ১২ মার্চ মরিশাস যাচ্ছেন। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। রণধীর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ১১ ও ১২ মার্চ মরিশাসে যাচ্ছেন, ওই সময়ে মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দলও এই উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে।

রণধীর জয়সওয়াল আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ২০১৫ সালে মরিশাস সফর করেছিলেন। এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মরিশাসের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং দেশটির গুরুত্বপূর্ণ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সিনিয়র নেতাদের সাথে আরও বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন।

সিবিসি -র উদ্যোগে চড়িলামে অনুষ্ঠিত বিকশিত ভারত নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৭ মার্চ ২০২৫: উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের অধীন লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকশিত ভারতের উপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প ও জন কল্যাণ এ অগ্রাধিকারের কর্মসূচি নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে স্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড় মাকে নাম, নেশামুক্ত ভারত অভিযান, মিশন লাইফ, মহিলা স্ব-শক্তিকরন ,আত্মনির্ভর ভারত গঠন নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা সহ এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে এই সচতনতামূলক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য তুলে ধরেন সিবিসি-র আধিকারিক শ্রী এইচ কে চাং। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন ব্লক পঞ্চায়েত আধিকারিক শ্রী সরান দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাথ্য আধিকারিক ডক্টর রতিশ চৌধুরী, কাউন্সেলর শ্রীমতি রুকেয়া বেগম ,চড়িলাম ব্লকের ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেটর শ্রী আকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ।

ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এন্ড টেস্টিং সেন্টারের কাউন্সেলর শ্রীমতি রুকেয়া বেগম নেশার ভয়বহতা ও কুফল সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিপাহীজলা জেলায় ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশা সেবনের প্রকোপ রোধে সকলকে সতর্ক হাতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে। বিকশিত ভারত গঠন করার লক্ষ্যে সরকারের মূল প্রকল্পগুলো তে জন অংশগ্রহণ বাড়াতে ও সার্বিক চেতনা সৃষ্টি করতে সিবিসি এরকম অনুষ্ঠান আয়োজন করায় প্রশংসা করেন গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টি আর এল এম) এর ব্লক ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেটর শ্রী আকাশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ছিল আকর্ষণীয় উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা। এনিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দারুন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে কুইজ বিজেতাদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিরা। কুইজ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিবিসির আধিকারিক শ্রী এইচ. কে চাং।

রাজস্থানে বাড়ছে গরম, তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৫ ডিগ্রির ওপরে

জয়পুর, ৭ মার্চ (হি.স.): উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়ার গতি কমে যাওয়ায় রাজস্থানে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। বৃহস্পতিবার বাড়মেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর ডুংরপুরে ৩৫.১ ডিগ্রি। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হাওয়ার দিক পরিবর্তনের ফলে আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

আগামী এক সপ্তাহ তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং হোলি-ধুলন্ডি পর্যন্ত পারদ ৩৫ ডিগ্রির ওপরে পৌঁছতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকায় ৪-৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়পুর, পিলানি, ভিলওয়াড়া, আজমের, কোটা, চিত্তোরগড়, ভরতপুর, চুরু ও ধোলপুরে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির ওপরে রেকর্ড করা হয়েছে।

পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলিতেও গরমের প্রকোপ বাড়ছে। জয়সলমেরে ৩৪.৫ ডিগ্রি, যোধপুরে ৩৩.৭, জালোরে ৩৪.৩ ও বিকানেরে ৩২.৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।

জয়পুর আবহাওয়া দফতর জানান, আগামী ২-৩ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে এবং তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। ১০ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে এবং দিনের বেলা তীব্র রোদ বজায় থাকবে।

সামাজিক ন্যায়বিচারে জোর, ১৬-তম রাজ্য বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ (হি.স.): সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে ১৬-তম রাজ্য বাজেট পেশ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের আদলে ২৫০টি মৌলানা আজাদ মডেল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পিইউ পর্যন্ত ক্লাস শুরু করা হবে।

এই উদ্দেশ্যে মোট ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। চলতি বছরে এই উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং স্কুল শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।'

সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য, এনআইওএস-এর মাধ্যমে এসএসএলসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য কম্পিউটার, স্মার্ট বোর্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। কর্ণাটক সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু যুবকদের নতুন স্টার্ট-আপ শুরু করতে উৎসাহিত করা হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি মেরামত ও সংস্কার এবং মুসলিম কবরস্থানের অবকাঠামো ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

সিদ্দারামাইয়া বাজেট পেশ করার সময় আরও বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু কলোনি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১,০০০ কোটি টাকার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কাজগুলি বাস্তবায়িত হবে।' সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'হজযাত্রী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বেঙ্গালুরুতে হজ ভবনে একটি অতিরিক্ত ভবন নির্মাণ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ আয়োজনের জন্য রাজ্যজুড়ে বহুমুখী হল তৈরি করা হবে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের বাজেট : কৃষি ও পর্যটনের উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ ওমর আবদুল্লাহর

জম্মু, ৭ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই অঞ্চলটি স্থায়ী শান্তির পথে এগিয়ে চলেছে। গত সাত বছরে নির্বাচিত সরকারের এটিই প্রথম বাজেট। ওমর আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেন, রাজ্যের জিএসটি সম্মতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। বাজেটে কৃষি ও পর্যটনের উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ করেছেন ওমর আবদুল্লাহ।আব্দুল্লাহ জোর দিয়ে বলেন, বাজেটের মূল লক্ষ্য যুব ও নারীর ক্ষমতায়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা করা। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ৮১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ফলে ২.৮৮ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। রাজ্য দুই ফসলের প্যাটার্নকে উৎসাহিত করবে এবং উদ্যানপালন সম্প্রসারণের উপর জোর দেবে। সরকার পশম প্রক্রিয়াকরণ এবং চামড়া ট্যানিং শিল্পকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনাও করেছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আব্দুল্লাহ বলেন, কয়েক দশকের অস্থিরতার পর জম্মু ও কাশ্মীর এখন স্থায়ী শান্তির পথে।পর্যটন আরেকটি প্রধান লক্ষ্য, যেখানে সরকার ২০২৪ সালে ২.৩৬ কোটি পর্যটকের আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছে। কাশ্মীর ম্যারাথনের মতো ইভেন্ট, যেখানে ১,৮০০ জন বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শিব খোরি এবং দুধ পাথরির মতো স্থানগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা রাজ্যে পর্যটকদের আগমনকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বাজেটে পর্যটন উন্নয়নের জন্য ৩৯০.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে হোমস্টে বৃদ্ধি, জলক্রীড়া প্রচার এবং সোনমার্গকে শীতকালীন ক্রীড়া গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় গার্লস প্রাউটিস্ট'র উদ্যোগে পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ত্রিমুখী যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ৭ মার্চ : ত্রিমুখী যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে একজন ব্যক্তি। আজ সকালে বিশালগড় থানাধীন লেম্মুতলী তহশীল কাছারির সামনে ওই দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড় থানাধীন লেম্মুতলী তহশীল কাছারির সামনে যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে এক বাইক চালক। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বোলেরো গাড়ি। ওই দুর্ঘটনায় ভেঙে চুরমার বাইকটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় আরেকটি গাড়ি। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাইক নিয়ে এক যুবক মধুপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রাস্তার মাথা এলাকায় উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে বোলোরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারলে বাইক ছিটকে পড়ে আরেকটি গাড়ির পেছনে। সাথে সাথে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বোলোরো গাড়িটি।

গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে আহত দুই যুবক

আগরতলা, ৭ মার্চ: গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই যুবক। গতকাল গভীর রাতে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনায় একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীরা। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনায় শিকার হয়েছে দুই যুবক। গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে বাইক চালক ও আরোহী। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ঘাতক গাড়ির চালক। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। আহতরা ব্রজপুর আমতলি এলাকায় বাসিন্দা রনি দেব্বর্মা ও আকাশ দেব্বর্মা। আকাশের শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

পাচারকালে ১০ টি গবাদিপশু উদ্ধার, গ্রেফতার চালক

আগরতলা, ৭ মার্চ: গতকাল গভীর রাতে পাচারকালে বিলোনিয়া থানার পুলিশ গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০ টি গবাদি পশুকে বাজেয়াপ্তুর করে। সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, পাচার সাম্রাজ্যের বিস্তার দক্ষিণ জেলার ভারত বাংলা বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা জুড়ে। কাপড় থেকে শুরু করে জীবন দায়ী ঔষধ, বিভিন্ন পন্য সামগ্রী পাচারের পাশাপাশি বর্তমানে গোমতা পাচার বাণিজ্যও বাড়বাড়ন্ত। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে চলছে গোমাতা পাচার। কাঁটাতার সীমান্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে পাচার হচ্ছে ভারতীয় পণ্য সামগ্রী সহ গোমাতা, এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এরই মধ্যে গতকাল রাতে বিলোনিয়া থানার ইন্সপেক্টর স্বপন সেনের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা উত্তর সোনাইছড়ি এলাকায় রুটিন মাফিক যানবাহন চেকিং করতে গিয়ে টিআর০৩কে১৭১৬ নম্বরের গবাদি বোঝাই গাড়ি আটক করে। বৈধ কোন কাগজ পত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ গবাদি বোঝাই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা সহ গাড়ি চালক কামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে,জামজুড়ি বাজার থেকে হরিপুরে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে। গাড়িতে দশটি গবাদি পশু পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামী ২৪ ও ২৫ মার্চ দেশব্যাপী দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: আগামী ২৪ ও ২৫ মার্চ দেশব্যাপী দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন।

আজ ধর্মঘটের সমর্থনে বলতে গিয়ে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির কনভেনার সঞ্জয় দত্ত বলেন, মোট ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে ইউনিয়ন গোটা দেশব্যাপি দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। তিনি বলেন, গোটা দেশে ব্যাংকিং সেক্টরে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। ফলে ব্যাংকের কর্মরত কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক কর্মীরা এর ফলে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন গ্রাহকদের দ্বারা। অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ, নিয়মিতকরণ এবং আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক নিয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

প্রাণী চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: আজ প্রজ্ঞাভবনে প্রাণী চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আজ প্রজ্ঞা ভবনে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিল প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় 'প্রাণী সম্পদ ও বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস,সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন পদ্মশ্রী অধ্যাপক (ড.) কে কে সরমাবিশেষ প্রমুখ।

এদিন সেমিনারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শতাংশ দাস বলেন প্রাণীদের মধ্যে প্রকৃতিগত কারণে নানা রোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিভাবে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেসব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতেই প্রাণী চিকিৎসকদের নিয়ে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের সেমিনার প্রাণীর চিকিৎসকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নলছড়ে বিকশিত ভারত নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ:তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আগরতলাস্থিত সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কম্যুনিকেশন কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৬ মার্চ নলছড় ব্লক এলাকার শিবনগর কমিউনিটি হলে বিকশিত ভারত বিষয়ের উপর বিশেষ প্রচার ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।স্বচ্ছতা অভিযান, এক পেড় মা কি নাম, নেশামুক্ত ভারত অভিযান এবং মিশন লাইফ উইম্যানস এমপাওয়ারম্যান্ট ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস। তিনি তাঁর আলোচনায় বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সমাজ ও নিজেদের পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে জোর দেন। এবিষয়ে এছাড়াও আলোচনা করেন আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের সহ অধিকর্তা কুনাল শিন্ডে, নলছড় ব্লকের বিডিও সুরঞ্জিত সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর আগরতলা শাখার উপ অধিকর্তা শুভাশিস চন্দ। এদিন অনুষ্ঠানে অতিথিগণ শিবনগর পঞ্চায়েত এলাকায় সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপন এবং স্বচ্ছভারত অভিযান কর্মসূচি সংগঠিত করেন।

চার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

আগরতলা, ৭ মার্চ : গোপন খবরের ভিত্তিতে নেশা সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক এক যুবক। তার কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ২২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি। ঘটনার বিবরণে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে নেশা সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে লংকামুড়া এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম থানার পুলিশ।যার বাজারমূল্য ৪ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত গোয়ালাবস্তির বাসিন্দা রানা শেখ। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। এছাড়া পর্ষদের ওএসডি পল্লব কান্তি সাহা পটুনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। আগামী ৮ মার্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিমের সায়েন্স (বায়োলজি) এবং সায়েন্স (ফিজিক্স ও ক্যামেস্ট্রি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সকালেও পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। আজ সকালে নতুনবাজার থানার অন্তর্গত গুদারাঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষ গোমতী নদীতে ভাসমান দেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তারা পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত শ্রমিকের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় বলে জানা গিয়েছে।

গুরুতর আহত প্রায় ১৭

● প্রথম পাতার পর

কামড়েছে একটি উন্মত্ত সারমেয়। শহরের সাধারন মানুষ ভয়ে রাস্তায় বেরোতে দ্বিধাবোধ করছেন। তাতে শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একটি সারমেয় একে একে প্রায় ১৭ জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা বিলোনিয়া জুড়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। ঘটনার পর তাদের বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধই বেশি রয়েছে। আহত জনৈক ব্যক্তি কথায়, অবিলম্বে সাদা উন্মুক্ত সারমেয়টিকে শনাক্ত করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে সাধারন মানুষকে ভয় মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

মৌ স্বাক্ষর ঃ প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি বলেন, আগ্রহী রাজ্যের জাতি জনজাতি যুবক-যুবতীরা নার্সিং পড়াশোনা করতে চায় এবং পাশাপাশি যারা জাপানিস ভাষা শিখতে চাই তাদের জন্য এডিসি প্রসাশন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ জাপানের একটি সংস্থার সাথে টিটিএএডিসি মৌ স্বাক্ষর করেছে। তাতে এডিসি সরকারের সঙ্গে জাপানিস ভাষা এবং নার্সিং-র উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা জাপানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। যার বেতন মাসে দু লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে বেকারত্ব গোটা দেশ জুড়ে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমান প্রজন্মকে ভবিষ্যতে কথা মাথায় রেখে মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করতে হলে জাপানে পাড়ি দোওয়ার সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে, বলে দাবি করেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এই চাকুরীর ক্ষেত্রে জাপানিজ ভাষা জানা বাধ্যতামূলক।

সাফাই কর্মীদের সম্মাননার মাধ্যমে নারী দিবস পালন করলো বিদ্যুৎ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ; 'নারীরা শক্তি স্বরূপা। মা থেকে কন্যা, স্ত্রী থেকে ভগিনীসর্বত্রই সমস্ত সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মূল শক্তি এই নারীরা।' আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগ লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু।

নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন নিগমের অর্থ অধিকর্তা সর্বজিৎ সিংডোগরা। তিনি বলেন, 'যে প্রতিষ্ঠানে নারীদের সুরক্ষা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত, সে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে চলা থেকে কেউ বিরত রাখতে পারে না।' তাঁর মতে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল) সবদিক থেকেই মহিলা কর্মীদের জন্য নিরাপদ এবং তাঁদের কাজের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাকলগ্নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নিগমের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা আলোচনায় অংশ নেন।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও তাঁদের সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে আলোচনায়। নারীদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠাই যে প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে, সেই বার্তা দেন বক্তারা। নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখার কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু ও অর্থ অধিকর্তা সর্বজিৎ সিং ডোগরা তাঁদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। পাশাপাশি, নিগমে কর্মরত সমস্ত মহিলা আধিকারিক এবং কর্মীদেরও উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ আরও সুসংহত করা সম্ভব বলে মনে করেন অনুষ্ঠানের বক্তারা। নারীরা শুধু পরিবার নয়, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দিলে প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ই সমৃদ্ধ হবে বলে মতামত দেন উপস্থিত আধিকারিকরা।

অবসর জীবনেও সফল চাষি: স্ট্রবেরি চাষে মুনাফার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন হরেকৃষ্ণ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ:হরে কৃষ্ণ সরকার, ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন প্রাক্তন কর্মী, ২০২২ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি ধর্মনগরের তরঙ্গিনী লেনে একটি জমি কিনে সেখানে নিজের বাড়ি তৈরি করেন। বাড়ির সামনে কিছু খালি জায়গা রেখে তিনি সেখানে বিভিন্ন ফসলের চাষ শুরু করেন। শখের বশে ফুলগাছ লাগানোর পাশাপাশি, তিনি স্ট্রবেরি চাষেও মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১০০টি গাছে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করলেও এখন তিনি তা বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করছেন। প্রথমে মাত্র ৫০টি চারা গাছ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তার কাছে ১২৫টি গাছ রয়েছে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চএই তিন মাস স্ট্রবেরি চাষের জন্য উপযুক্ত সময় বলে তিনি জানান। তবে এরপরের সময়ে গাছ বাঁচিয়ে রাখতে গ্রিনহাউসের প্রয়োজন হয়, নতুবা গাছ শুকিয়ে যায়। প্রতিটি ১১৫-১২৫ গ্রাম ওজনের স্ট্রবেরি তিনি ১০০ টাকা দরে বিক্রি করছেন এবং প্রতি সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্ট্রবেরি বাজারজাত করছেন। মার্চ মাসে প্রতিদিন ১০-১২ প্যাকেট স্ট্রবেরি বিক্রি করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। হরে কৃষ্ণ বাবু জানান, প্রথমে তিনি উত্তরাখণ্ড ও বেঙ্গালুরু থেকে স্ট্রবেরির চারা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেখান থেকে হাজারের কম চারা না পাঠানোর শর্ত থাকায়, তিনি পানিসাগর হর্টিকালচারের একজন অফিসারের কাছ থেকে চারা সংগ্রহ করেন। সেই চারা দিয়েই তিনি বর্তমানে সফল স্ট্রবেরি বাগান গড়ে তুলেছেন। এখন প্রতিদিন তিন থেকে চার প্যাকেট স্ট্রবেরি বিক্রি করছেন, যা দিন দিন আরও বাড়ছে। তবে স্ট্রবেরির পাশাপাশি, তিনি নিজের বাড়ির জন্য বেগুন, টমেটো, পালং শাক, ঢেঁড়সসহ নানা সবজি চাষ করছেন। অবসর সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়, তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না।

হরে কৃষ্ণ বাবু মনে করেন, সামান্য পরিশ্রম ও পরিকল্পনা করে স্ট্রবেরি চাষ থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। বিশেষ করে বেকার যুবক-যুবতীদের তিনি পরামর্শ দেন, যদি কারও একটু জায়গা থাকে, তবে তারা স্ট্রবেরি চাষ শুরু করতে পারেন। এটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং লাভজনকও বটে। উনার সফলতা অনেককেই চাষাবাদের দিকে আগ্রহী করে তুলতে পারে। তার গল্প নতুন প্রজন্মের জন্য হতে পারে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

পঞ্চায়েত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং তা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েত ডিভেলিওশন ইন্ডেক্স নিয়ে রাজ্যগুলির উন্নতির উপর পর্যালোচনা করে থাকে। এই বছর সারা দেশের পঞ্চায়েত ডিভেলিওশন ইন্ডেক্স রিপোর্টে ত্রিপুরা প্রথম ১০টি রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং স্থায়ী সম্পদ তৈরির মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধিদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজ্যের সবগুলো পঞ্চায়েতকে আদর্শ শিশু বান্ধব এবং মহিলা বান্ধব পঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তোলার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনগণের সমস্যাগুলি নিরসনে রাজ্যে "আমার সরকার" পোর্টাল চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি চিফ মিনিস্টার কনক্লেভে "আমার সরকার" পোর্টালের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। ত্রিপুরায় এই পোর্টালের সঠিক বাস্তবায়নের ফলে দেশের অনেক রাজ্য "আমার সরকার" পোর্টাল তাদের রাজ্যে চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকারি পরিষেবাগুলি আরও দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই ৪৭৫টি পঞ্চায়েতে কম্পিউটার প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ সর্বস্তরের কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ৩৬১ জন পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় বর্তমানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। রাজ্যের এই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণে জাতীয়স্তরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গোমতী জেলা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি, অমরপুর ব্লকের থাকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজকাণ্ড ভিলেজ কমিটি, দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, রূপাইছড়ি ব্লকের দক্ষিণ মনুবনকুল ভিলেজ কমিটি এবং কুমারঘাট ব্লকের বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে সম্মানিত করা হয়। একইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী পঞ্চায়েতগুলোকেও পুরস্কৃত করা হয়। দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার ২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজের মধ্যে প্রদান করা হয়। নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার জেলাস্তরে গোমতী জেলা, পশ্চিম জেলা এবং টিটিএএডিসি-কে পুরস্কৃত করা হয়। নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ ব্লকস্তরে শ্রেষ্ঠ হিসাবে অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি, পদ্মাবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটি এবং ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতিকে পুরস্কৃত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি, পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রিমোটের বোতাম টিপে ভার্চুয়ালি স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন এবং ৪৭৫টি পঞ্চায়েতের মধ্যে কম্পিউটার সেট বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ৮টি জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ এবং গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে।

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: নেশার ক্ষেত্রে সিপাহীজলা জেলার অবস্থা ভয়াবহ। জেলার উত্তর চড়িলাম, মধ্য চড়িলাম ইত্যাদি এলাকা হটস্পটে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ। বিশ্রামগঞ্জের আশেপাশে কয়েকটি মেয়েও এইচআইভি-তে আক্রান্ত। এসব থেকে উত্তরণের জন্য জনসচেতনতার পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে অভিভাবকদের। নিজেদেরকেও যেকোন নেশা থেকে বিরত রাখতে হবে। তবেই তার প্রতিফলন ঘটবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে।শুক্রবার চড়িলাম ব্লকের নীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে বিকশিত ভারতের বিশেষ প্রচার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতি নেশা প্রতিহত করার আহ্বান এই ভাষাতেই রেখেছেন বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আইসিটিসি কাউন্সিলর রুকেয়া বেগম।

স্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড়া মাকে নাম, নেশামুক্ত ভারত অভিযান , মিশন লাইফ, মহিলা স্ব-শক্তিকরন ,আত্মনির্ভর ভারত ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা সহ এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ সিবিসি আগরতলার অফিস ইনচার্জ এইচ. কে চাং।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম ব্লকের পঞ্চায়েত অডিটর সরান দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর রাতিশ চৌধুরী, চড়িলাম ব্লকের ত্রিপুরা গ্রমীন জীবিকা মিশনের ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেটর আকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। আইসিটিসি কাউন্সিলর রুকেয়া বেগম নেশার ভয়বহতা ও কুফল সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বলেন ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশা সেবনের ক্ষেত্রে সিপাহীজলা জেলা খারাপ অবস্থানে রয়েছে। তা রোধে সকলকে সতর্ক হওয়ার আবেদন রাখেন তিনি। অন্যদিকে সিবিসির এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন টিআরএলএম চড়িলাম ব্লকের ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেটর আকাশ চক্রবর্তী সহ অন্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ছিল আকর্ষণীয় উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা। তা পরিচালনা করেন সিবিসির আগরতলা অফিস ইনচার্জ এইচ. কে চাং।

হবে ঃ এবিভিপি

● প্রথম পাতার পর

কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। এবিভিপি আবারও প্রমাণ করল যে আমরা শুধু প্রতিবাদ করি না, আমরা সমাধানও বের করি। শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন যদি ভবিষ্যতের সিঁড়ি হয়, তবে এবিভিপি সেই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ মজবুত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে

● প্রথম পাতার পর

ফ্রান্সিসকোর আপিল আদালতেও প্রত্যর্পণের পক্ষেই রায় গিয়েছিল। সম্প্রতি রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিয়েছিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, সেই প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রানা, এবার সুপ্রিম কোর্টও রানার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

উঠবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে এই জনঔষধি ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

বিগত ১১ বছরের মধ্যে দেশে প্রায় ১৫ হাজার জন ঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এখনো পর্যন্ত দশটি জনঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করতে পারেন।

দাবিতে ডেপুটেশন

● আটের পাতার পর

নারীদের আত্মরক্ষার প্রশ্নে বিদ্যালয়স্তর থেকেই জুডু, ক্যারাটের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মসংস্থান ছাড়াও পঞ্চায়েতস্তর থেকে লোকসভা পর্যন্ত নারীদেরকে পুরুষদের সমান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিতে হবে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। মদ, গাঁজা সহ সবধরণের ড্রাগ, উৎপাদন, বিপণন বন্ধ করে সংশ্লিষ্টদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে সব ধরণের শোষণ রুখতে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে।

এডিসি : পূর্ণচন্দ্র

● আটের পাতার পর

অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে পরবর্তী সময়ে জোন্যাল ভিত্তিক স্পোর্টস স্কুল করার পরিকল্পনা আছে।

অধিবেশনে শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা জানান বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য টিটিএএডিসি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্গত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য টির্চার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান টিচিং লাড়নিং প্রশেসকে আরো বেশী উন্নতির জন্য শর্ট টার্ম ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে বলে ও। এছাড়াও এসএসএ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে।

১৩ মার্চ ঃ টিংকু

● আটের পাতার পর কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ, মহিলাদের অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হচ্ছে। তাতে শিল্পকলা, ক্রীড়া, সামাজিক কাজে যুক্ত প্রখ্যাত মহিলা ব্যক্তিত্বগণ সহ মহিলা বিধায়ক, জিলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতি, পুরপরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের মহিলা চেয়ারপার্সনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানে পোষণ ট্র্যাকার এন্টি, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে যেসকল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় চলতি অর্থবর্ষে ৩৪ হাজার ৯৭৪ জন গর্ভবতী মহিলাদের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ২১,৫৫১ জন গর্ভবতী মহিলা সুবিধা পেয়েছেন। চলতি অর্থবর্ষে ১ হাজার ৩৭৩ জন শিশুকে স্পনসরশিপ এবং ফোস্টার কেয়ার অ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে। কর্মরত মহিলাদের সুবিধার্থে রাজ্যে ১০টি ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। এজন্য ১১৪ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তি হিসেবে ৭৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়াও মহিলাদের সুবিধার্থে আগরতলায় সখী নিবাস, জেলাগুলিতে ওয়ান স্টপ সেন্টার রয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্যের ৮টি জেলায় উইমেন হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 1 3/8/2025, 1:18 AM

ক্রীড়া দপ্তর ও টিএসজেসি-র মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সিরিজে সমতা ফিরে এলো। হোক না প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। দল গঠনে এবং দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ ছিল দু’’দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেই। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর ভোলাগিরি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই আসরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সদস্যরা। টস জিতে টিএসজেসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।প্রথমে ব্যাট করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ক্রিকেটাররা বিশেষ করে অধিনায়ক বাপ্পা দাস (৬৮), দেব ভক্ত জমাতিয়া (৪০), সৌরভ দেববর্মা (১৪), ঝুটন সরকার, সঞ্জিত নোয়াতিয়া, প্রনজিৎ সরকার (৭), দুরন ত্রিপুরা, চরণ মাদ্রাজি, মতি ত্রিপুরা, বিজয় জমাতিয়া, অনল বরন রায়, অজয় ত্রিপুরা, বাদল রায়, প্রফুল্ল দেবনাথ, সোমপ্রকাশ দাস দারুন দক্ষতার পরিচয় দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিএসজেসি-র অধিনায়ক অনির্বাণ দেব, সুব্রত দেবনাথ, প্রনব শীল, অভিষেক দে, অর্পণ দে, প্রসেনজিৎ সাহা, সিশান চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু দে, মিল্টন ধর, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, জাকির হোসেন, বিষ্ণুপদ বণিক, অঞ্জন দেব ভালো খেলা উপহার দিয়েছেন। বোলিংয়ে চার রানে চারটি উইকেট দখল করে মতি ত্রিপুরা প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছেন। এছাড়া বিজয় জমাতিয়া ১৩ রানে চারটি, অনির্বাণ দেব ২০ রানে তিনটি, ঝুটন সরকার এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জাকির হোসেন পেয়েছেন একটি উইকেট। এই ম্যাচে ভাতৃ প্রতীম সংগঠন জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে খেলেছেন। কোচ মনিময় রায়ও খেলোয়ারদের পারফরম্যান্সে অত্যন্ত খুশি। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করে খুশি মন্ত্রী টিংকু রায়ও। তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য সরকার খেলাধুলার মধ্য দিয়ে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের তুলে ধরার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সুফল এই রাজ্যের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছেন। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, টিএসজেসি সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় সহ অন্যান্য অতিথিরা পুরস্কার তুলে দেন। ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রদত্ত কুড়ি হাজার টাকা এবং ১০ হাজার টাকা যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল কে প্রাইজ মানি হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। টিএসজেসির পক্ষে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক অনির্বাণ দেব ক্রীড়া দপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ জারি থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। টি এসজেসি-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রণব সরকার দু’’দলের খেলোয়াড় সহ উদ্যোক্তাদের দুরাভাষের মাধ্যমে অভিনন্দন জানান।

সিদ্ধান্ত বদল ! অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরছেন সুনীল

আবার ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে সুনীল ছেত্রীকে। গত বছর ৬ জুন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। কুয়েতের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে খেলেছিলেন শেষ ম্যাচ। আবার দেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন সুনীল।১৯ মার্চ ভারত বনাম মলদ্বীপ ম্যাচ রয়েছে। সেখানে খেলতে পারেন ৪০ বছরের সুনীল। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ফুটবল সংস্থা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা জানিয়েছে। তারা পোস্ট করে লিখেছে, “সুনীল ছেত্রী ফিরছেন। ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক, নেতা এবং কিংবদন্তি মার্চে আন্তর্জাতিক দলে ফিরছেন।”মার্চে দু’টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে ভারতের। ১৯ মার্চ খেলবে মলদ্বীপের বিরুদ্ধে। সেটা প্রীতি ম্যাচ। ২৫ মার্চ রয়েছে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ। সেটা ভারত খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই দু’টি ম্যাচে খেলতে পারেন সুনীল। দু’টি ম্যাচই হবে শিলংয়ে।

২০০২ সালে মোহনবাগানের হয়ে খেলে পেশাদার ফুটবলজীবন শুরু হয়েছিল সুনীলের। এখনও আইএসএলে খেলেন বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে। ২০০৭, ২০০৯ এবং ২০১২ সালে ভারতের নেহেরু কাপ জয়ের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন সুনীল। চার বার (২০১১, ২০১৫, ২০২১ এবং ২০২৩) জিতেছেন সাফ কাপও। ২০০৮ সালে ভারতকে এফসি চ্যালেঞ্জ কাপ জিতিয়েছিলেন তিনি। যা ভারতকে ২৭ বছরে প্রথম বার এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করিয়েছিল।আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯ বছরে ১৫০টি ম্যাচ খেলেছিলেন সুনীল। ৯৪টি গোলও করেছিলেন। ভারতীয় ফুটবলকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সুনীল। তিনি গত বছর জুন মাসে শেষ বার ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। যুবভারতীতে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। মাঠ প্রদক্ষিণ করে দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন সুনীল। হঠাৎ মত পরিবর্তন করে আবার ফিরতে চলেছেন ভারতীয় ফুটবলে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথা নিজে সমাজমাধ্যম পোস্ট করে জানিয়েছিলেন সুনীল। ২০০৫-এর ১২ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন। অভিষেক ম্যাচেই গোল করেছিলেন। সুনীলের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ছিল ২০০৭ নেহরু কাপ। প্রথম ম্যাচে কম্বোডিয়াকে ৬-০ হারায় ভারত। দু’টি গোল করেছিলেন সুনীল। সিরিয়ার কাছে হার এবং কিরঘিজস্থানের বিরুদ্ধে জয়ের ম্যাচেও গোল করেছিলেন তিনি।মার্চে ভারতের যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে, তার জন্য দল ঘোষণা করেছেন কোচ মানালো মার্কুয়েজ। সেই দলে সুনীল ছাড়াও আক্রমণভাগ সামলানোর জন্য রয়েছেন ফারুখ চৌধুরী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে এবং মনবীর সিংহ।

রবিবারের ফাইনাল সহজ হবে না ভারতের, নিউ জিল্যান্ডের তিন শক্তি চিন্তায় রাখবে রোহিতদের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতেছিল ভারত। ফাইনালে আবার মুখোমুখি দুই দল। কিন্তু এ বারের লড়াই খুব সহজ হবে না রোহিত শর্মাদের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সেই গভীরতা নেই, যা নিউ জিল্যান্ডের রয়েছে। কোন কোন কারণে কিউয়িরা শক্তিশালী দল? তাদের দুর্বলতা কোথায়?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আট দলের মধ্যে ভারতীয় দলের স্পিন আক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা শুধু নিউ জিল্যান্ডের রয়েছে। সেই দলের অধিনায়ক বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। সেই সঙ্গে রয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপ্স এবং রাচিন রবীন্দ্র। নিউ জিল্যান্ডের স্পিন আক্রমণে বৈচিত্র রয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে যদিও ভারত সেই আক্রমণ ভাল ভাবেই সামলেছিল। তবে ফাইনালে খেলতে নামার আগে আরও তৈরি হয়ে নামবেন স্যান্টনারেরা। আর ফাইনালটি হবে সেই পিচে, যেখানে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছিল। ফলে স্পিনারেরা যে সাহায্য পাবেন তা বলাই যায়। ফলে ভারতকে এই বিভাগে সমানে সমানে টক্কর দিতে পারেন স্যান্টনারেরা।

এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিল্ডিংয়ে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে নিউ জিল্যান্ড। গ্লেন ফিলিপ্স যেমন কিছু অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়েছেন, তেমনই রান বাঁচিয়েছেন বাকি ফিল্ডারেরা। বিপক্ষের জন্য যা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়। গত ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় ৩০-৪০ রান ফিল্ডিংয়ে বাঁচিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। শুধু ফিলিপ্স নন, স্যান্টনার, উইল ইয়ং এবং ব্রেসওয়েলও ফিল্ডার হিসাবে যথেষ্ট ভাল। ভারতীয় ব্যাটারদের শুধু নিউ জিল্যান্ডের বোলারদের নিয়ে ভাবলে হবে না, ফিল্ডারদের দিকেও নজর রাখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৩০-৪০ রান বাঁচিয়ে দিলে চাপ তৈরি হয়ে যাবে যে কোনও দলের। বিরাট কোহলি সিঙ্গলস নিয়ে ইনিংস গড়তে পছন্দ করেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই কাজটাই কঠিন হয়ে যাবে। কারণ কিউয়ি ফিল্ডারেরা এত দ্রুত বল ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, রান আউট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেটা চাপ তৈরি করে দিতে পারে ভারতের উপর।

ভারতীয় দলে আট নম্বরে ব্যাট করতে নামেন রবীন্দ্র জাডেজা। একটা দলের ব্যাটিং গভীরতা বোঝানোর জন্য এই একটা তথ্যই যথেষ্ট। কিন্তু কম যায় না নিউ জিল্যান্ডও। সেই দলের টপ অর্ডারে রাচিন রবীন্দ্র, উইল ইয়ং এবং কেন উইলিয়ামসন রয়েছেন। তাঁরা যেমন দ্রুত রান তুলতে পারেন, তেমনই প্রয়োজনে জুটি গড়তে পারেন। বুধবার যেমন উইং আউট হওয়ার পর রাচিন এবং উইলিয়ামসন শতরান করলেন। মিডল অর্ডারকে দ্রুত রান তোলার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। নিউ জিল্যান্ডের মিডল অর্ডারে খেলেন টম লাথাম, ড্যারিল মিচেল এবং গ্লেন ফিলিপ্স। তাঁরা স্পিন খেলতে যথেষ্ট পারদর্শী। ফলে ভারতীয় স্পিনারেরা তাঁদের বিরুদ্ধে খুব স্বস্তিতে বল করবেন, সেটা না-ও হতে পারে। গ্রুপ পর্বে কিউয়িদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। ফাইনালে তাঁর জন্য তৈরি হয়েই নামবেন উইলিয়ামসনেরা। নিউ জিল্যান্ড ফাইনালে ম্যাট হেনরিকে না-ও পেতে পারে। পুরো প্রতিযোগিতায় তিনি দলের পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নতুন বলে শুরু করছিলেন তিনিই। কিন্তু ফাইনালে হেনরি না খেললে সমস্যায় পড়বে নিউ জিল্যান্ড। দুবাইয়ের পিচ স্পিন সহায়ক হলেও নতুন বলে পেসারদের প্রয়োজন। সেই দায়িত্ব নিতে হবে উইল ও’রোর্ক এবং কাইল জেমিসনকে। ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বে হেনরি পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁকে যদি ফাইনালে না পাওয়া যায় তা হলে নিউ জিল্যান্ডের পেস আক্রমণ যে কিছুটা দুর্বল হবে তা বলাই যায়।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচিতে ক্ষোভ

সেঞ্চুরি করেও ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু যাদের কাছে হেরে ট্রফিজয়ের স্বপ্ন ভাঙল, ফাইনালে তাদেরই সমর্থন করবেন ডেভিড মিলার। কেন এমন সিদ্ধান্ত? প্রোটিয়া তারকার এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি।

মেগা টুর্নামেন্টের সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে একাধিক দল। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে সম্ভবত দক্ষিণ আফ্রিকাকে। কারণ সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটা নির্ধারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রোটিয়াদেরও দুবাই যেতে হয়েছিল। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই অবশ্য এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনাল হয়। দুবাই থেকে ফের লাহোর ফিরতে হয় প্রোটিয়াবাহিনীকে। মাত্র একদিনের মধ্যে যাতায়াতের জেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিকেটাররা।

সেমিফাইনালে হারের পর এই ক্লান্তিকেই দায়ী করেছেন মিলার। তিনি নিজে সেঞ্চুরি করলেও শেষ পর্যন্ত জেতাতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ৫০ রানে সেমিফাইনাল জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। ম্যাচ হেরে বিধ্বস্ত মিলার বলেন, “হতে পারে মাত্র ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের বিমানযাত্রা। কিন্তু সেটাও তো হওয়া উচিত নয়। ম্যাচের পরদিন সাতসকালে উঠে বিমান ধরতে হল। বিকেল চারটেয় দুবাই নামলাম। পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় আবার বিমান ধরতে হল।”সবমিলিয়ে, সূচি নিয়ে ক্ষুব্ধ মিলার। তাই সেমিফাইনালে হারলেও ফাইনালে কিউয়িদেরই সমর্থন করছেন প্রোটিয়া তারকা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সাফ জানান, “সত্যি বলতে আমি চাই ফাইনালে নিউজিল্যান্ড জিতুক।” তবে ফাইনালে দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে মনে করছেন মিলার। উল্লেখ্য, গতবছর টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। সম্ভবত সেটারও ‘বদলা’ নিতে চান মিলার।

রাজ্য ক্রিকেটে শুভজিতের বোলিংয়ে ধর্মনগরকে হারিয়ে ফাইনালে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। বল হাতে বিধ্বংসী শুভজিৎ কুরি। শুভজিতের ভেলকিতে প্রত্যাশিতভাবে ফাইনালে উঠলো খোয়াই মহকুমা। বৃহস্পতিবার আসরের সেমিফাইনালে খোয়াই মহকুমা ১২২ রানে পরাজিত করে ধর্মনগর মহকুমাকে। এদিন বাইখোড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ পাল ৪৭ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে আয়ুস নম দাস ৬২ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, চয়ন পাল ৫০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং শুভজিৎ কুরি ৫০ বল খেলে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৮ রান। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে সুদীপ্ত মহিষ্যা দাস বাইশ রানে পাঁচটি এবং অংশুমান সরকার ৫০ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুভজিৎ কুরির দুরন্ত বোলিয়ে মাত্র ৬১ রানে গুটিয়ে যায় ধর্মনগর মহকুমা। দলের পক্ষে বিহান দাস ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২, অংশুমান সরকার ২৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং নৈরিথ ধর ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রান করে। খোয়াই মহকুমার পক্ষে শুভজিৎ কুরি ১৩ রানে ছয়টি এবং বিজয় দেব ১৩ রানের দুটি উইকেট দখল করে। দুরন্ত জয়ে খুশি দলের কোচ পিযুষ দেব। এখন লক্ষ্য মহকুমাকে রাজ্য সেরা করা।

আইপিএলের ১৬ দিন আগে দলে বদল করতে হল হায়দরাবাদকে

২২ মার্চ থেকে শুরু এ বারের আইপিএল। প্রতিযোগিতা শুরুর ১৬ দিন আগে দলে বদল করতে হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। ইংল্যান্ডের পেসারের বদলে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসারকে দলে নিল তারা।

নিলামে ইংল্যান্ডের ব্রাইডন কার্সকে ১ কোটি টাকায় কিনেছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে চোট পান তিনি। আইপিএলের আগে সুস্থ হতে পারবেন না কার্স। ফলে তাঁর পরিবর্ত বাছতে হয়েছে গত বারের রানার্স দলকে।

হায়দরাবাদ কার্সের বদলে দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডারকে দলে নিয়েছে। দু’জনের খেলার ধরন একই রকম। জোরে বলের পাশাপাশি ব্যাটের হাতও মন্দ নয়। মুল্ডারকে তাঁর ন্যূনতম মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকায় নিয়েছে কাব্য মারানের দল হায়দরাবাদ।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলেছেন মুল্ডার। অর্থাৎ, খেলার মধ্যেই রয়েছেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে ১১টি টি-টোয়েন্টি, ১৮টি টেস্ট ও ২৫টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন মিল্ডার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ৯৭০ রানও করেছেন। এ বারের আইপিএলে দ্বিতীয় দিনই খেলতে নামবে হায়দরাবাদ। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হবে তারা। এখন দেখার প্রথম একাদশে মুল্ডারকে দেখা যায় কি না।

টি-২০ ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে দারুন জয় দিয়ে সূচনা স্ফুলিঙ্গের

স্ফুলিঙ্গ -২২৯/৪ — বি সি সি- ১৫৪/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। সুপার ডিভিশনের পর টি-২০ ক্রিকেটেও জ্বলে উঠলো নিরুপম সেনের ব্যাট। করলেন আবারও অর্ধশতরান। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুক্রবার শক্তিশালী স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৭৫ রানে পরাজিত করলো বি সি সি-কে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের গড়া ২২৯ রানের জবাবে বি সি সি ১৫৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান নিরুপম সেন ৬৫ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান করে।

দলের পক্ষে নিরুপম সেন ৪১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫, জয় কিষান সাহা ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২,শচীন শর্মা ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, কৌশল আচার্য ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং শাবন রূপার্ক ৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে এন এস শচীন ৩২ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে বি সি সি নির্ধারিত ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য ৪০ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯, কৃতিদীপ্ত দাস ৩২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ এবং প্রীতম দাস ৩২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করেন।

সমীরন স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে কসমোপলিটনের পোলস্টার জয়

পোলস্টার - ১১০/৯ — কসমোপলিটন - ১১৪/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো কসমোপলিটন ক্লাব। শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব ৮ উইকেটে পরাজিত করে পোলস্টার ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দান অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচ। তাতে সৌরভ থুব্রিকারের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে কসমোপলিটনের জয় সহজ হয়ে যায়। সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব ১১০ রান করে। দলের পক্ষে রোহিত শর্মা ৩৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, তনয় মন্ডল ২৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, পৌরশ মিশ্র ৩৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং দ্বীপায়ন দেববর্মা ২১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। কসমোপলিটনের পক্ষে রিয়াদ হোসেন ১৩ রানে চারটি এবং সৌরভ কর ১৯ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১২.৩ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজন তুলে নেয়। দলের পক্ষে সৌরভ ৩২ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫২, রিয়াজ উদ্দিন ১৭ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং শংকর পাল ১৫ গোল খেলে একটি বাউন্ডারি দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন।

হার্ভেকে হারিয়ে সহজ জয় দিয়ে শুরু সংহতির

হার্ভে - ৮৯/৭ — সংহতি - ৯৪/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু করলো সংহতি ক্লাব। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে গেলো বারের চ্যাম্পিয়ন সংহতি ক্লাব ৪ উইকেটে হারিয়ে দিলো হার্ভে ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি - ২০ ক্রিকেটে। শুক্রবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব মাত্র ৮৯ রান করতে সক্ষম হয় নির্ধারিত ওভারে। দলের পক্ষে অমিত চৌহান ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, সাহিল সুলতান ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং আনন্দ দুবে ১৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে সানি সিং ১৮ রানে ৪ টি এবং অজয় সরকার ৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সংহতি ক্লাব ৫৬ বল খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শ্রীদাম পাল ১৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, আরুশ সভারওয়াল ৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অর্কপ্রভ সিনহা ৪ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। হার্ভে র পক্ষে স্বরব শাহানি ১৪ রানে ৪ টি উইকেট দখল করেন।

প্রথমবার, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে ‘বিরাট’ নজিরের সামনে কোহলি

অফ ফর্মকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। দ্রুততম ব্যাটার হিসাবে পেরিয়েছেন ১৪ হাজার রানের গণ্ডি। এবার আরও এক নজির গড়ার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি-বিরাট কোহলি। আগামী রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেই নতুন রেকর্ডের তাজ বসতে পারে কিং কোহলির মাথায়।

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন কোহলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪ রান করেছিলেন। তাঁর দুরন্ত ইনিংসে ভর করেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে ভারত। ওই ম্যাচে একগুচ্ছ রেকর্ড গড়েছিলেন কোহলি। আইসিসি টুর্নামেন্টে সপ্তমবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এই তালিকায় তিনি চতুর্থ। শচীন তেণ্ডুলকর আইসিসি ইভেন্টে ১০ বার ম্যাচের সেরা হয়েছেন। রোহিত শর্মা এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল হয়েছেন ৮ বার। এছাড়াও শচীন তেণ্ডুলকরের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে রান তাড়া করতে নেমে ৮০০০ রান পূর্ণ করেন কোহলি। ১৭০টি ম্যাচে এই সাফল্য অর্জন করেন তিনি। রান তাড়া করতে নেমে শচীন ২৪২টি ম্যাচে করেছেন ৮৭২০ রান। নাথান এলিসের ক্যাচ নিয়ে ক্যাচ ধরারও রেকর্ড গড়েছেন বিরাট। ফিল্ডার হিসাবে সবচেয়ে বেশি ক্যাচের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ১৬১টি ক্যাচ নিয়ে। এই টুর্নামেন্ট চলাকালীনই দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন বিরাট। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে আরও একটি নজির গড়ার হাতছানি থাকবে বিরাটের সামনে। এখনও পর্যন্ত সবমিলিয়ে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ১৭টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাঁর সংগ্রহ ৭৪৬ রান। ফাইনালের দিন তিনি যদি ৫৪ রান করেন, তাহলে ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৮০০ রানের মালিক হবেন বিরাট। উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ক্রিস গেইল। ৭৯১ রান করেছেন ইউনিভার্স বস। ফাইনালে তাঁকে টপকে যেতে পারেন কিং কোহলি।

শামির পর এ বার বলে থুতু লাগানোর আর্জি সাউদির

করোনা অতিমারির সময় বলে থুতু লাগানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল আইসিসি। সেই নিয়ম এখনও চলছে। যা পছন্দ নয় মহম্মদ শামির। বলে থুতু না লাগালে রিভার্স সুইং করানো যাচ্ছে না। সেই কারণে সমস্যায় পড়ছেন বোলারেরা। এ বার শামির সুর দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরনন ফিলান্ডার এবং নিউ জিল্যান্ডের টিম সাউদি গলাতেও।

সাউদি অবসর নিয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার এক সময় দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তিনি বলেন, “যে সময় করোনা ভাইরাস ছিল, সেই সময় এই নিয়ম আনা হয়েছিল। বোলার হিসাবে আমার মনে হয় যে, একটু বাড়তি সুবিধা দেওয়া উচিত। একটা দল ৩৬২ রান করে দিচ্ছে। ৩০০ রানের উপর প্রায় সব ম্যাচেই উঠছে। তাই বোলারদের জন্য কিছু তো থাকাই উচিত। যদি সেটা অল্প থুতু ব্যবহার করলে পাওয়া যায়, তা হলে সেটা করতে দেওয়া উচিত।”

সাউদিকে সমর্থন করেন ফিলান্ডার। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় আবার থুতু ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত। বিশেষ করে এক দিনের ক্রিকেটে। এখানে ব্যাটারেরা বেশি সুবিধা পাচ্ছে। আর পাকিস্তানে যে ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে, সেখানে তো বোলারদের জন্য প্রায় কিছু নেই।”পেসারদের একটি বড় অস্ত্র রিভার্স সুইং। বল একটু পুরনো হয়ে গেলে রিভার্স সুইং ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলে। পাকিস্তানের বোলারেরা প্রথম এই রিভার্স সুইং শুরু করেছিলেন।

রাজধানীর শিববাড়ি সংলগ্ন পুকুরের কাজ পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: রাজধানীর শিববাড়ি সংলগ্ন পুকুরের কাজ পরিদর্শনে গেলেন মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব ও কর্পোরেটর রত্না দত্ত। এদিন পুকুরটি সরজমিনে ঘুরে দেখেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। মেয়র দীপক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে শিব বাড়ি সংলগ্ন পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুকুরটির জল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অমৃত-২ প্রকল্পে পোনে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করে পুকুরটি সংস্কার করা হচ্ছে। যাতে করে মানুষ পুকুরটি ব্যবহার করতে পারে। এইদিন তিনি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। অবিলম্বে এই কাজ সম্পন্ন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডিএমের কাছে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: বিশ্বের নারীজাতির জাগরণে, উত্তরণে ও কল্যাণে নিয়োজিত গার্লস প্রাউটিষ্ট শুক্রবার ১১ দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে।

দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, সমাজে শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য পরিহার করে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার দিতে হবে।নার্সারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করতে হবে। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব নারীদের উপর অর্পন করতে হবে।

নারী ধর্ষণকে নারী হত্যার সমতুল্যজ্ঞানে বিচার করে উপযুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। টিভি, ভিডিও, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে নারীদেহের নগ্নছবি প্রদর্শন, অশ্লীল সাহিত্য ও যৌন উদ্দীপক অসংস্কৃতি সম্প্রচার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। পণ ও যৌতুক প্রথা সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, নিয়মকানুন মেনে প্রার্থীদের নিয়োগ করবে এডিসি : পূর্ণচন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: বর্তমান এডিসি প্রশাসন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নিয়মকানুন মেনে যোগ্যপ্রার্থীদের নিয়োগ করবে। কমিটি গঠন করে ঐ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হবে। আজ স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশনে একথা জানান মুখ্যনিবাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। উল্লেখ্য, সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরার অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে নিয়োগনীতি নিয়ে প্রশ্ন পত্র-আউট হওয়ার বিষয়ে মুখ্যনির্বাহী সদস্য জানান আইনগতভাবে যেটা করণীয় সেটা এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বাকী কাজ পুলিশ প্রশাসনের।

অধিবেশনে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া জানান, এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ নীতি অবলম্বন করে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ তা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে বলে। সদস্য সঞ্জিব রিয়াং এর লিখিত প্রশ্নের জবাবে একথা জানান।

আজ স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন মুখ্যনিবাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। তিনি জানান, ২০২১-২২ হইতে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত মোট ৪টি সাবজোন্যাল অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।সদস্য উমাশঙ্কর দেববর্মার প্রশ্নে উত্তরে জানান এই চারটি ছাড়াও আরো ৬টি সাবজোন্যাল এর নির্মাণ কাজ চলছে বলে। চারটি (৪)টি উদ্বোধন হয়ে গেছে গোগুলি হল পশ্চিম জোন্যালের অন্তর্গত ডাকদুতুইসা, সিপাহীজলা জোন্যালে প্রমোদনগর, গোমতী জোন্যালে প্রাস্পিনসার, উত্তর জোন্যালে দশদা, বাকী ৬টির কাজ চলছে সেগুলি হল গোমতী জোন্যালে কিল্লা, কসমটিয়ারি, দক্ষিন জোন্যালে কালাডেপা এবং গোড়াকান্না, ঊনকোটি জোন্যালে রাজকান্ডি, ধলাই জোন্যালে, রইসাবাড়ী, খোয়াই জোন্যালে তুইমধু। এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যনির্বাহী সদস্য জানান সশটি সাবজোন্যাল নির্মাণে মোট ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

অধিবেশনে ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা জানান প্রকৃত ও ভাল খেলোয়ার গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনটি স্পোর্টস স্কুল করার প্রক্রিয়া চলছে বলে। সদস্য সওদাগর কলই এর আনিত প্রশ্নের জবাবে আরো জানান আগামী কিছু দিনের মধ্যে স্পোর্টস স্কুলের কাজ শেষ হলে উদ্বোধন করে স্পোর্টস স্কুল চালু করা হবে বলে ও জানান। তিনটি স্পোর্টস স্কুল হল গোমতী জোন্যালে কিল্লা, সিপাহীজলা জোন্যালে জম্পুইজলা, খোয়াই জোন্যালে লঙ্কাপোড়া। সদস্য সওদাগর কলই এর অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে নির্বাহী সদস্য জানান আগামী দিনে আরো স্পোর্টস স্কুল খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সদস্য সঞ্জিব রিয়াং এর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়া থেকে ভাগলপুর সীমান্ত সড়কের কাজ শুরু হবে অতি শীঘ্রই, জানালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: বামুটিয়া থেকে ভাগলপুর সীমান্ত সড়কের কাজ শুরু হবে অতি শীঘ্রই, জানালেন বিধায়ক নয়ন সরকার। বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বামুটিয়া বাজার সংলগ্ন সীমান্ত এলাকা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত যে সীমান্ত সড়ক রয়েছে আজ সেটির জিও ট্র্যাকিং সম্পন্ন হয়।

উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার, বিএসএফ আধিকারিকরা, সিপিআইএম বামুটিয়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক পার্থ দাস সহ স্থানীয়রা। বিধায়ক নয়ন সরকার বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পূর্ন সড়কটি পরিদর্শন করেন এবং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন এই বামুটিয়া থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত সীমান্ত সড়কটি দীর্ঘদিন যাবত মেরামতের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে এবং এর কারণে উক্ত এলাকার জনগণ চরম ভাবে ভোগান্তির শিকার হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই সড়কটি নির্মাণে বিধানসভায় আওয়াজ তুলেন। অবশেষে রাস্তা নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। আজ সম্পন্ন হলো জিও ট্র্যাকিং।

বৈদ্যুতিন কাজকর্ম নিয়ে সচেতনতা সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ মার্চ: শুক্রবার তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র তথা টাউন হল প্রাঙ্গনে বিদ্যুৎ ও নিগমের কর্মরত বিভিন্ন কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজকর্মে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে মূলত বৈদ্যুতিক বিভিন্ন কাজকর্ম করার সময় কিভাবে সচেতনতা অবলম্বন করতে হয় এবং কিভাবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট রোধ করা যায় এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়। আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের এজিএম নির্মল দেববর্মা, ডিজিএম অঞ্জন দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম কমল কৃষ্ণ দাস, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া এবং মুঙ্গিয়াকামী বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার সহ টিএসইসিএল এর কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী থেকে শুরু করে তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত কর্মী এবং তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন কন্টাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আজকের এই সেমিনারকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ নিগমে কর্মরত সমস্ত কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, এই ধরনের সচেতনতামূলক সেমিনারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে সতর্কতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন।

মধ্যরাতে মুক্তিপণ নিতে এসে পুলিশের জালে আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: মধ্যরাতে মুক্তিপণ নিতে এসে পুলিশের জালে আটক হল দুই। আসাম থেকে দুই যুবককে অপহরণ করে এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ উঠল সোনামুড়ার কালাপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি নেত্রী নাসিমার স্বামী আবু কালামের বিরুদ্ধে।

গত ফেব্রুয়ারিতে আসামের পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত আসিমগঞ্জ সোনাতলা গ্রামের বাসিন্দা ফয়েজ আহম্মেদ (৩৭) ও আলাল উদ্দিন (৩০) নিখোঁজ হন। পরিবার দিশেহারা হয়ে খোঁজ চালানোর পর জানতে পারে, দুই ভাই ত্রিপুরার সোনামুড়ায় বন্দি এবং তাদের মুক্তির বিনিময়ে এক কোটি টাকা দাবি করা হচ্ছে। পরিবার বারবার ত্রিপুরা পুলিশের দ্বারস্থ হলেও সোনামুড়া থানার পুলিশ সাহায্যে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। অপহরণকারীদের সঙ্গে ১০ লাখ টাকায় সমঝোতা হয়। ৫ লাখ টাকা অনলাইনে পাঠানোর পর আরও ৫ লাখ টাকার জন্য রাতে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম বাজারে দেখা করার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু পরিবারের গোপন যোগাযোগে আসামের পুলিশের চাপে রাজ্য পুলিশকে বাধ্য হয়ে মাঠে নামতে হয়। অতিরিক্ত এসপি রাজীব সূত্রধর ও বিশালগড় থানার এক সাব-ইন্সপেকটর রাকেশ দেবনাথকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। টিএসআর বাহিনী নিয়ে রাকেশ দেবনাথ চড়িলাম বাজার এলাকায় গা ঢাকা দেন। টিআর০৭-এফ-০৫২৪ নম্বরের গাড়িতে যখন মুক্তিপণের টাকা নিতে রিপন মিয়া ও মানিক মিয়া এসে পৌঁছান, তখনই পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলে। পাশেই অপেক্ষায় ছিলেন অপহৃতদের পরিবারের লোকজন। বিশালগড় পুলিশ তাদের গাড়ি সহ আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১০ মহিলাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা ১০ জন মহিলাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়া সমাজে মহিলাদের তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার অবদান স্বরূপ কমিশনের ২ জন প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও ২ জন প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সনকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল থিম হলো "বাল্য বিবাহ রোধ করা"। এই উপলক্ষে কমিশন ৭ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, নারীদের যথাযথভাবে সম্মান জানালে সমাজ, রাজ্য ও দেশ এগিয়ে যাবে। কোন নারীকে যাতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপিড়িত হতে না হয় তারজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, সদস্যাগণ এবং আইন আধিকারিক দেবস্মিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ইটভাট্টা শ্রমিক গীতা চৌহান, পরিচারিকা রেখা সরকার, বাঁশবেত শিল্পী রূপালী সরকার, অটোচালক রূপা সূত্রধর, দর্জি মনসা রায়, মাছ বিক্রেতা কল্পনা ভৌমিক, পোল্ট্রি ফার্ম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পরিচালনকারী সবিতা সিনহা, দর্জি ববি পাল সাহা, সবজি বিক্রেতা করুণা দাস ও দুধ বিক্রেতা সফিয়া খাতুনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাদেরকে শাল চাদর ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ অতিথিগণ তাদের হাতে এই স্মারক উপহার তুলে দেন।

উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের রক্তদান শিবিরে ৯০ জন রক্ত দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ মার্চ।। আজ গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত ফায়ার স্টেশনের বা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের বিভিন্ন শাখা অফিসের কর্মী, পদাধিকারী,আধিকারিক সহ সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মেগা রক্তদান শিবির ।এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার ,ত্রিপুরা অগ্নি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের ডিরেক্টর উত্তম মন্ডল , গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমিত লোধ, গোমতি জেলার চিফ মেডিকেল অফিসার কমল রিয়াং, উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্বাণ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ ।আজ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিস কর্তৃক আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতা চন্দ্র মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা অগ্নি নির্বাপক জরুরী পরিষেবা দপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। একসময় ঘন্টা বাজিয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আগুন লাগা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ,বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সাইরেন বাজিয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা বিভিন্ন বিপদজনক অবস্থায় মানুষকে সহযোগিতার পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুনের হাত থেকে মানুষের জীবন ও ধনসম্পদ কে রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই রক্তদান শিবিরে মোট ৯০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করে মানুষের জীবনদানে এগিয়ে আসেন।' রক্তদান জীবন দান রক্তদান অমূল্য দান'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে অগ্নি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা এবং ৯০ জন একসাথে রক্ত দান করার ফলে অনেক রোগী এবং তার আত্মীয়রা উপকৃত হবেন। অগ্নি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবার দপ্তরের এই ধরনের শুভ উদ্যোগকে উদয়পুর তথা গোমতী ও দক্ষিণ জেলার জনগণ ভুয়সি প্রশংসা করেন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আধিকারিকরা তাদের বক্তব্যে এই সামাজিক দায়বদ্ধতা' রক্তদান উৎসব' আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের 'স্বর্ণ-শ্রী সম্মান ২০২৫' অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: প্রতি বছরের মত এই বছর ও বিশ্বনারী দিবস উপলক্ষ্যে সকল নারীশক্তিকে সম্মাণ জানিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যে ১২জন নারীকে বিশেষ 'স্বর্ণ-শ্রী' সম্মাণে সম্মানিত করা হয় আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপরা রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রি সান্তনা চাকমা, উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন বিশেষ সমাজসেবী নিলাঞ্জনা চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগ এবং ডায়রেক্টর জয় নাগ ও দিবাকর নাগ।

সম্মানিয় অতিথিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষনে ত্রিপুরা রাজ্যের ও বিশ্বের সকল নারীশক্তিকে এই বিশেষদিনে নারীশক্তির অবদান ও বর্তমান সমাজ গঠনে তাদের অবদানের কথা মনে করিয়ে সেই সকল নারীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাবার্তা দেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের মুখপাত্র সুরজিৎ চক্রবর্তী।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটিস্তরে নারীশক্তির গুরুত্ব ও অবদানকে উল্লেখ করে বিশেষ ভাষণ দেন মন্ত্রি শান্তনা চাকমা ও মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা।

২০২৫ সালে সেরা স্বর্ণ-শ্রী প্রদান করা হয় 'সেবা সহায়তা পরিষদের' সম্পাদিকা শ্বাশ্বতি দাসকে ও বিশেষ নবিক উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা মনে রেখে 'বিদ্যা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটিকে' বিশেষ আর্থিক সাহায্য দান করা হয়। এই সামাজিক অনুষ্ঠানে আগরতলা শহরের নারীশক্তির উপস্থিতি ও বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের উপস্থিতির বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্ণধার শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ।

রাজ্য ভিত্তিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান ১৩ মার্চ ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে "প্রত্যেক নারী এবং শিশুকন্যার জন্য অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়ন"। এই দিবসটি উদযাপনে ত্রিপুরার জন্যও বিশেষ ভাবনা রাখা হয়েছে। ভাবনা হলো "রাজ্য থেকে বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে সম্মিলিত আন্দোলনের সূচনা এবং মহিলা ক্ষমতায়ন"। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি আগামী ১৩ মার্চ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা জানান।

তিনি জানান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এমন মহিলা সিডিপিও, মহিলা আইসিডিএস সুপারভাইজারদের অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। পাশাপাশি দক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পুরস্কৃত করা হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলিও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আগরতলায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সকালে আগরতলায় মহিলাদের রাজ্যভিত্তিক মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে আগরতলায় একটি সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে জেলা স্তরের শিশু কল্যাণ কমিটি ও শিশু সুরক্ষা কমিটিকে যুক্ত করে গত ১ মার্চ থেকে ইট ভাট্টা ও চা বাগানগুলিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সবক"টি জেলার স্কুলগুলিতে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে কিশোরী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য পুলিশের উদ্যোগেও "মহিলা ক্ষমতায়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা" এই ভাবনাকে সামনে রেখে ঐদিন সকালে এক অনুষ্ঠানে মহিলা পুলিশ আধিকারিক এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী মহিলাদের সংবর্ধনা জানানো হবে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ও মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগেও সমগ্র রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে মিশনের রাজ্য এবং ব্লক কার্যালয়ে সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হবে। আত্মরক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর কাজে সাফল্য অর্জনকারী মহিলাদের সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করা হবে। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর বিভিন্ন সাফল্য ও কাজকর্ম নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হবে। বাল্যবিবাহ এবং কিশোরীদের গর্ভধারণের কুফল সম্পর্কে হাসপাতালে আসা সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিটি মহকুমা এবং জেলা হাসপাতালে সচেতনতা ডেস্ক স্থাপন করা হবে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি যেমন গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, কাউন্সিলার, ওয়ার্ড সদস্য ও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে ১ মার্চ থেকে ৮ মার্চ পঞ্চায়েত ও ওয়ার্ড স্তরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে চা বাগান, ইটভাট্টা ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas